জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সার আতঙ্কে মৃত ২

এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে আরও দুই মৃত্যু। বর্ধমান উত্তরের রায়নগরে রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় ফুলমালা পাল (৫৭)-এর দেহ। খসড়া তালিকায় তাঁর ছিল না। ডোমকলে মৃত্যু হয় জয়নাল আনসারি (৩৪)-র

বাড়বে তাপমাত্রা

আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। টানা তিনদিন তাপমাত্রা প্রায় একই থাকবে। মঙ্গলবার থেকে ফের ঠান্ডার দাপট বাড়তে পারে

পয়লাতেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে লক্ষাধিক দর্শনার্থী

হিমাচল প্রদেশে র‍্যাগিংয়ে ছাত্রীর মৃত্যু, অভিযোগ যৌন নির্যাতনের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২১৯ ● ৩ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১৮ পৌষ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 219 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 3 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রণসংকল্প সভা। বারুইপুরের সাগর সংঘ ময়দানে জনসমুদ্রের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লজ্জা

সময় কখনো থেমে থাকে না
সময়ের দাম অনেক।
সময় বাছছো,
ভয় দেখাচ্ছ
এটাই তোমাদের লক্ষ্য,
দাম্ভিকতা, অত্যাচারে
তোমরা পটু, দক্ষ।
আট ঘণ্টার বদলে
আগামী আট বছর
নিজেরা কোথায় থাকবে!
ভেবে দেখো প্রত্যুত্তর পাবে
লজ্জায় তোমরা মুখ ঢাকবে।

ছাব্বিশে চাই ৩১-এ ৩১

মণীশ কীর্তনিয়া ● বারুইপুর

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় লক্ষ্য স্থির করে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জেলার প্রতিটি বিধানসভা আসনে জয়ের ব্যবধান যেন পঞ্চাশ হাজারের নিচে না হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩১-এ ৩১ করতে হবে। এবার ভাঙড় বিধানসভাও জিততে হবে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচন বিজেপিকে শুধু পরাজিত

৫০ হাজারের বেশি ব্যবধানে প্রত্যেক আসনে জয় চাই

বাংলায় এবার ২১-এর থেকে একটি হলেও আসন বাড়বে

করার নির্বাচন নয়। ওদের শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন। বৃহস্পতিবার বারুইপুর থেকে তাঁর প্রাক্‌ নির্বাচনী জনসভা শুরু করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আগামী একমাস ধরে গোটা বাংলা চষে ফেলবেন তিনি। এদিন কার্যত তার মুখবন্ধ করলেন। সাগর সংঘের মাঠে জনসমুদ্রের মাঝে ক্রস র‍্যাম্পে হেঁটে বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন অভিষেক। কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শুনে রাখো জ্ঞানেশ কুমার, আমরা গিয়েছি, এবার জবাব চাইতে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (এরপর ১২ পাতায়)

ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন এবার নেত্রী যাবেন দিল্লি

প্রতিবেদন : কমিশনকে ফের হুঁশিয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বললেন, দিল্লিতে কমিশনের দফতরে গিয়েছিলাম আমরা। এবার যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বারুইপুরের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমার সঙ্গে আঙুল তুলে কথা বলেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা নির্বাচিত আর তিনি মনোনীত।

বাঙালি কী, তা দিল্লিতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। এর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশের পরেও ১০০ দিনের প্রকল্প চালু করেনি বিজেপি সরকার। লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা চালিয়ে গিয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, তৃণমূল রাজনৈতিক আক্রমণের সুর আরও ঝাঁজালো করছে। অভিষেক বলেন, গত বিধানসভা ভোটের থেকে এবার কমপক্ষে একটি হলেও আসন বৃদ্ধি তৃণমূলের লক্ষ্য, তা অভিষেকের মন্তব্যেই স্পষ্ট।

বাংলাদেশি কিনা বলে দেবে যন্ত্র!

যোগীরাজ্যে 'যন্তরমন্তর'

প্রতিবেদন : এসআইআর-আবহে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নয়া 'যন্ত্র'ও আবিষ্কার করে ফেলেছে যোগীরাজ্যের গেরুয়া পুলিশ! তবে নতুন কোনও অত্যাধুনিক যন্ত্র নয়, বরং সাধারণ মানুষের হাতে থাকা নিতান্ত স্মার্টফোন দিয়েই নাগরিকত্ব যাচাই করছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। শরীরে ফোন ঠেকিয়েই বলে দিচ্ছে কে 'ভারতীয়' আর কে 'বাংলাদেশি'! সেই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে পুলিশের এমন (এরপর ১০ পাতায়)

অভিষেকের সঙ্গে র‍্যাম্পে তিন 'ভূত'

প্রতিবেদন : ব্রিগেডের আদলে র‍্যাম্প করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণসংকল্প সভায়। কেন র‍্যাম্প? সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটালেন স্বয়ং অভিষেকই। শুক্রবার সেই র‍্যাম্পে খসড়া ভোটার তালিকায় তিন 'মৃত'কে হাঁটিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র শ্লেষ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

২০২৪ সালে ব্রিগেডের মেগা সমাবেশের মতোই উন্মুক্ত ক্রস

খসড়া তালিকায় 'মৃত' তিন ভোটারকে নিয়ে র‍্যাম্পে অভিষেক।

র‍্যাম্প বারুইপুর ফুলতলা সাগর সংঘ মাঠে অভিষেকের জনসভায়। এদিন বক্তব্য রাখতে উঠে সেই বিষয় উত্থাপন করে সবাইকে চমকে দিয়ে অভিষেক বলেন, আপনারা ভূত দেখবেন? (এরপর ১২ পাতায়)

আজ আলিপুরদুয়ারে অভিষেক

প্রতিবেদন : বারুইপুরের পর আজ, শনিবার উত্তরের আলিপুরদুয়ারে কর্মসূচি রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জেলার মাঝের ডাবরি চা-বাগানে ৬১টি বাগানের চা-শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মঞ্চ প্রস্তুত। বাগান-জীবনে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা-সহ রাজ্য সরকারের তাঁদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলাপচারিতা হবে। বেশ কিছু বিষয়ে অভিষেক বলবেন। কথা হবে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়েও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানারকম

তারিখ অভিধান

১৮৩১ সাবিত্রীবাই ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭)

এদিন মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার নওগাঁওতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে, শূদ্র ও অতিশূদ্রের জন্মসূত্রে পাওয়া শৃঙ্খলে, মাথা হেঁট করে জিভ দিয়ে ধুলো চেটে যাওয়া জীবনে, প্রথম স্বাধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছিল সাবিত্রী ও তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের কাজের মধ্যে দিয়ে। দলিত বালিকাদের স্কুল তৈরি করার অপরাধে সাবিত্রী-জ্যোতিরাওকে ছাড়তে হয় ভিটে। তখন তাঁদের আশ্রয় দেন এক মুসলমান দম্পতি। সেই ১৮৪৮-এই সাবিত্রী পড়ে ফেলেন টমাস পেন-এর রাইটস অব ম্যান গ্রন্থটি, যা তাঁকে আর তাঁর স্বামীকে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য অর্জনের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ওঁরা দাবি করেছিলেন, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে। আর ১৮৫২ সালের মধ্যেই জাতপাতের বিচারে অচ্ছুত মাহার ও মাং জাতের শিশুদের জন্য নিজেরা তৈরি করেছিলেন তিনটি স্কুল। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিদেওয়াড়া দেখেছিল ১৭ বছরের কিশোরী সাবিত্রীবাই শতচ্ছিন্ন শাড়ি পরে চলেছেন খোলা রাস্তা দিয়ে। যে-পথে তাঁর জাতের লোকের হাঁটার এক্তিয়ার অবধি নেই, সেই পথে হেঁটে যাচ্ছেন, তা-ও আবার স্কুলে পড়াতে। ফলে সবর্ণ মুরুব্বিরা অচ্ছুত মেয়ের ঔদ্ধত্য ভাঙতে, গায়ে ছুঁড়ে মারছে ঢিল-পাটকেল, নোংরা কাদা, পুরীষ। সাবিত্রী রোজ স্কুলে পৌঁছে ওই নোংরা-মাখা কাপড়টা বদলে পরে নেন ঝোলায় রাখা কাচা শাড়ি, ফিরতি পথে আবার পরে নেন নোংরা ছেঁড়াটা। রোজ। আর সবর্ণ পুরুষের পাল তাঁর পিছু ধাওয়া করে, চিৎকার করে ডাইনি বেশ্যা বলে গালিগালাজ করতে থাকে। কিন্তু সাবিত্রী বলেছিলেন, আমার বোনেদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বার করে আনার কঠিন ব্রত নিয়েছি আমি।

২০১৯ দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯)

এদিন প্রয়াত হন। ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক— এ সব পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাংবাদিকও। সাহিত্যিক দিব্যেন্দুর লেখায় বারে বারেই উঠে এসেছে নগর সভ্যতার কথন। নাগরিক মানুষের মনের জটিলতা, অসহায়ত্ব, নিরুপায়তাকে ধারণ করেই দিব্যেন্দু পালিত তাঁর গল্প-উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। সেই সব নাগরিক কথন ধরা রয়েছে তাঁর ‘ঘরবাড়ি’, ‘সোনালী জীবন’, ‘ঢেউ’, ‘সহযোদ্ধা’, ‘আমরা’, ‘অনুভব’-এ। পাশাপাশি তাঁর একাধিক ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন— ‘জেটল্যাগ’, ‘গাভাসকার’, ‘হিন্দু’, ‘জাতীয় পতাকা’, ‘ত্রাতা’, ‘ব্রাজিল’ ইত্যাদি। আনন্দ পুরস্কার, রামকুমার ভুয়ালকা পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার-সহ একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন ।

২০২৩ সুমিত্রা সেন (১৯৩৩-২০২৩) প্রয়াত হন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১২ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া ‘সঙ্গীত মহাসম্মান’।

১৯৫৫ অভিলাষ ঘোষ এদিন প্রয়াত হন।

১৯১১ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনালে যে দু’জনের গোলে মোহনবাগান ইস্ট-ইয়র্ককে হারায়, তাঁদের একজন ছিলেন অভিলাষ ঘোষ। খালি পায়ে ব্রিটিশদের হারিয়ে মোহনবাগানের সেই জয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। অভিলাষ ছিলেন শিল্ড জয়ী দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। পড়াশোনা করতেন স্কটিশচার্জ কলেজে।

২০১০ মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলতেন, মতি নন্দী লেখকদের লেখক। সন্তোষকুমার বলেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি। আবার অনেকের কাছে মতি নন্দী চিরকাল নিছক খেলার সাংবাদিকই রয়ে গেলেন। প্রথম দিককার লেখা— ‘রাস্তা’, ‘জীবনযাপন প্রণালী’, ‘প্রত্যাবর্তন’ ইত্যাদি। রাতারাতি তাঁকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করে যে গল্প সেটি হল ‘বেহুলার ভেলা’। আবার পরিণত বয়সে ১৯৯৩-তে লেখা গল্প, ‘রেডিড’, ‘বুড়ো এবং ফুচা’ বা ‘জালি’ পড়তে পড়তেও কখনও মনেই হবে না লেখকের বয়স বেড়েছে।

২০১১ সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১) এদিন প্রয়াত হন। স্বনামধন্য এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বাবা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় শান্তিদেব ঘোষ ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর কাছে নাচ-গান-অভিনয়-আবৃত্তির শিক্ষা। ১৯৬১-১৯৮৫ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রভারতীর পাশাপশি ‘রবিতীর্থ’ থেকেও অসংখ্য গুণী সংগীতশিল্পী তৈরি করেছেন। সারাজীবন কেবল রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছেন সাড়ে চারশোর বেশি। অন্যান্য গানেরও কিছু রেকর্ড আছে।

১৯২৮ সোনম শেরিং লেপচা (১৯২৮–২০২০)

এদিন কালিম্পঙে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় লোক সংগীত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। একাধারে যেমন খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী তেমনই ছিলেন বিশ্ববন্দিত লেপচা সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও সংরক্ষক। পেয়েছেন পদ্মশ্রী, বঙ্গবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার ইত্যাদি।

কর্মসূচি

হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়াত জননেতা আকবর আলি খন্দকারের ৬৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে শেওড়াফুলিতে হয়ে গেল বিশাল রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্রদান অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ হুগলি জেলা তৃণমূলের সব ক’টি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৪

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. উপাধি ৩. কামড়, দংশন ৫. বিস্ময়কর ৭. তারের এক বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা ৮. পেশ ১০. আগুনের মালশা, ধুনুচি ১২. ভালো লাগা ১৩. বাঁকানো।

উপর-নিচ : ১. পদার্পণ ২. স্থাবর জঙ্গমাদি-সহ সমগ্র জগৎ ৩. নদী ৪. আঁশ, শল্ক ৬. নানান কৌশল ৯. নির্লজ্জ, বেহায়া ১০. পরিণতি ১১. হাত বা পা দিয়ে চটকানো।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৩ : পাশাপাশি : ১. খিটকেল ৩. বাইজি ৫. আধা ৬. নধর ৮. তল ১০. শব্দান্ত ১১. ক্ষন্তব্য ১৩. নদী ১৫. সসীম ১৮. মান ১৯. সনাথা ২০. কেপমার। **উপর-নিচ :** ১. খিলাফত ২. কেতন ৩. বাধা ৪. জিত ৫. আরশ ৭. চিন্তন ৯. লক্ষণ ১২. ব্যসন ১৪. দীপধর ১৬. মণ্ডপ ১৭. গ্রাস ১৮. মাথা।

২ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৭১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৮০	৮৯.০৯
ইউরো	১০৬.৬৮	১০৪.৪৮
পাউন্ড	১২২.২৫	১১৯.৮৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ভাগ্যশ্রী

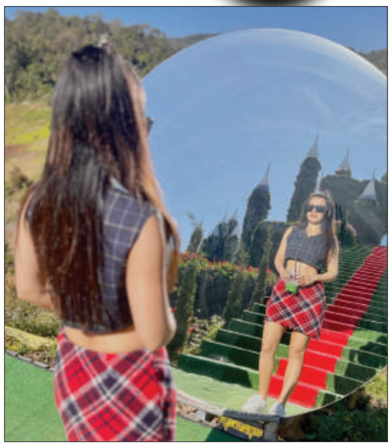

■ মনামি ঘোষ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

3 January, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

বারুইপুরে রণসংকল্প সভা ■ নানা মুহূর্তে অভিষেক

শাহকে তোপ

প্রতিবেদন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ‘সুনার বাংলা’ নিয়ে মোক্ষম জবাব ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বারুইপুরে রণসংকল্প সভা থেকে অভিষেকের তোপ, কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এসে বললেন, বাংলাকে নাকি সোনার বাংলা বানাবেন! তাহলে বিহার, ত্রিপুরা, অসম এখনও সোনার রাজ্য হল না কেন? বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশে বিষাক্ত পানীয় জল পান করে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যে বিজেপি পরিস্রুত পানীয় জলের মতো মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে না, তাদের কোনও এক্তিয়ার নেই মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলার!

এটাই বিজেপির হিন্দুত্ব! অডিও শুনিয়ে গেরুয়া শিবিরকে নিশানা অভিষেকের

নাজির হোসেন লস্কর • বারুইপুর

বাংলাদেশে যে নির্মমভাবে হিন্দুদের মারা হচ্ছে, দীপু দাসকে খুন করা হয়েছে, তা দেখছেন। আর যার নেতৃত্বে হিন্দুদের মারা হচ্ছে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এই হল বিজেপির হিন্দুত্ব— বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর অডিও মঞ্চ থেকে শুনিয়ে তোপ দাগেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার বারুইপুরে প্রথম রণসংকল্প সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর অডিও ক্লিপ শোনান অভিষেক। সেই অডিও ক্লিপে শোনা গিয়েছে গদ্দার অধিকারী বলছে, এটা সরকার চলছে? এর থেকে ইউনুসের সরকার ভাল চলছে বাংলাদেশে। সেই মন্তব্যের পাল্টা তুলোধোনা করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, এরা বাংলাদেশ নিয়ে বড় বড় কথা বলে। ধমকানি দেয়। চমকায়। শুভেন্দু অধিকারী বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। আপনারা গত ২০ দিন বা এক মাসে বাংলাদেশে যে নির্মমভাবে হিন্দুদের মারা হচ্ছে, দীপু দাসকে খুন করা হয়েছে, তা দেখছেন। আর যার নেতৃত্বে হিন্দুদের মারা হচ্ছে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এই হল বিজেপির হিন্দুত্ব। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক বলেন, আমি মিথ্যে বলছি না। কথা শোনালাম। দরকার হলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক। প্রমাণ হয়ে যাবে, দুধ কা দুধ। পানি কা পানি।

বাংলার শাসকদলকে হেয় করতে বাংলাদেশের কেয়ারটেকার সরকারের প্রশংসা করেন বিরোধী দলনেতা। অথচ বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের আমলে খুন হচ্ছেন সে দেশের সংখ্যালঘুরা। যে হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে বিজেপির ভোটের পালে হাওয়া লাগতে চায়, গদ্দারের ইউনুস প্রীতির অডিও শুনিয়ে গেরুয়া শিবিরের সেই হিন্দুত্ববাদকেই নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজকেও নিশানা করেন অভিষেক। অনন্ত মহারাজের মন্তব্যকে কটাক্ষ অভিষেকের। অভিষেক বলেন, বিজেপির সাংসদরাই প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি বলছে। অভিষেকের কথায়, বিজেপির এমএলএরা যাকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে সংসদে সে-ই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তানি, বাংলাদেশি বলছে!

কেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেই শুরু রণসংকল্প, ব্যাখ্যা দিলেন অভিষেক

সৌমেন মল্লিক • বারুইপুর

‘রণসংকল্প’ সভার প্রথম কর্মসূচি কেন বারুইপুরে? কেন এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাটিকেই বেছে নেওয়া হল? শুক্রবার রণসংকল্প সভার শুরুর দিনেই তার ব্যাখ্যা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, কালীঘাট জন্মভূমি হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা আমার কর্মভূমি। তাই আপনাদের আশীর্বাদকে পাথেয় করে এদিন থেকে এই জেলা থেকে শুরু করলাম ‘আবার জিতবে বাংলা’র কর্মসূচি। এ ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মাটি থেকে রণসংকল্প শুরু করার আরও একটি মহার্ঘ কারণ রয়েছে। সেটিও ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

অভিষেক এদিন বলেন, আমরা যখন শুভ কাজে বের হই, তখন মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বেরোতে হয়। আমি বারবার বলেছি, কালীঘাটে আমার জন্ম হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মৃত্যু যেন এই জেলার মাটিতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনবার বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। সেখানে এই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সিপিএমের যখন রমরমা, সিপিএমের সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখন পরিবর্তনের চাকা প্রথম ঘুরিয়েছিল এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। ২০১১-য় এসেছিল পরিবর্তন। তাই প্রথম সভা সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মাটিতে।

অভিষেক বলেন, এই মাটি থেকেই শপথ নিচ্ছি, আমি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যাব। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন যাতে মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়, সাধ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়াব। শনিবার আলিপুরদুয়ার, ৬ তারিখ বীরভূম, ৭ তারিখ উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ তারিখ মালদহ, এরপর পুরো জানুয়ারি মাস ধরেই এই রণসংকল্প সভা চলবে। আপনারা মাঠে-ময়দানে লড়াই করবেন, আমিও আপনাদের সহকর্মী ও সতীর্থ হিসেবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে লড়াই করে যাব। মানুষকে সংঘবদ্ধ করে এই লড়াই লড়তে হবে। যেখানে যেতে বলবেন অভিষেক সেখানে যাবে। একটা বুথেও বিজেপিকে গণতান্ত্রিকভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যাবে না।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 January, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভবিষ্যৎ

বারুইপুরের সভা থেকে যুদ্ধ ঘোষণা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্পষ্ট বার্তা, অন্যায়, বেআইনি, চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে ২৬-এর ভোটে। এক ইঞ্চি জমি ছাড়া নয়। মানুষকে নিয়ে লড়াই, মানুষই জবাব দেবেন। এসআইআরের নামে ভোট কাটার চক্রান্ত বাংলা ধরে ফেলেছে। কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি ভাবছে এবার বোধহয় তারা বাংলাকে কব্জা করবে। অভিষেক যথার্থ বলেছেন, ওরা এখানে এসআইআর করতে চায়, বাংলার মানুষ ওদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সমুচিত জবাব দেবেন। শুধু তাই নয়, নাম কাটতে কমিশন জীবিতকে মৃত দেখিয়েছে। এমনই তিন 'মৃত'কে বারুইপুরের মঞ্চে হাঁটিয়ে কমিশনের কাছে জানতে চাইলেন, কেন এঁদের নাম 'মৃত'দের তালিকায় তোলা হল? এই প্রমাণে কেঁপে গিয়েছে কমিশন। ভয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কমিশন এ-রাজ্যকে দিল্লি, মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানা ভাবলে ভুল করবে। প্রত্যেকটি বাদ যাওয়া নামের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। নইলে কমিশনে অভিযান। এবার দরকারে যাবেন মুখ্যমন্ত্রীও। জালিয়াতি করে বাংলার মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না, জেতা তো দূরের কথা। বারুইপুরের মাঠে মানুষের উচ্ছ্বাস উপচে পড়েছে। কেন্দ্রের চক্রান্ত সত্ত্বেও বাংলায় যে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরছে, তা বলে দিয়েছে লক্ষ কণ্ঠের দৃপ্ত স্লোগান। আগামী ভোটে লড়াই হবে, তবে এই লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ জেনে গিয়েছে বিজেপিও।

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপি হুঁশিয়ার! শুরু হয়েছে পাল্টা মার

না! বঙ্গদেশের ঘটনা নয় যে তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। ঘটনাটা ডবল ইঞ্জিন-শাসিত উত্তরপ্রদেশের। যোগী রাজ্যের শুধু নয়, একেবারে নরেন্দ্র মোদির খাস তালুক বারাণসীর। সেখানে জনতার হাতে প্রহৃত বিজেপি নেতা। বিজেপি কাউন্সিলরের পুত্রের হাতে আক্রান্ত এক সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই)। হুকুলগঞ্জের কাউন্সিলর ব্রিজেশচন্দ্র শ্রীবাস্তবের পুত্র হিমাংশু চওক থানা এলাকায় 'নো ভেহিকল' জোনে মোটরবাইক রাখলে তখন সেখানে কর্তব্যরত এসআই অভিষেক ত্রিপাঠী কাউন্সিলরের পুত্র ও তাঁর সঙ্গে থাকা যুবকদের বাইক সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। ওরা হুঁশিয়ারি দেন, 'আমি কাউন্সিলরের ছেলে।' আমচকাই কাউন্সিলরের ছেলে মারমুখী হয়ে ওঠেন। এসআই-কে কষিয়ে চড় মারেন। এই ঘটনা যখন ঘটছিল, সামনে থাকা কয়েক জন অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। তার পর তাঁকে মারধর করা হয়। গণরোষ আছড়ে পড়ে হিমাংশুর ওপর। বিজেপির ওপর বিরক্তির সমানুপাতে। হিমাংশুকে থানায় নিয়ে গেলে সেখানে পৌঁছে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা অবশ্য বিক্ষোভ দেখাতে ভোলেনি। আর একটা ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের হলে না হয় মমতা সরকারের ব্যর্থতা বলে তোপ দাগা যেত। কিন্তু এঘটনা টানা অষ্টমবার ভারতের 'সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর'-এর তকমা পাওয়া ইন্দোরের। ইন্দোর আজ চরম সঙ্কটে। মধ্যপ্রদেশের এই শহরে দূষিত জল পান করে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ডায়ারিয়া ও বমির মতো লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১১০০ জনেরও বেশি মানুষ। ওই এলাকায় অবস্থিত একটি পুলিশ আউটপোস্টের কাছে একটি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিল। শৌচাগারটি তৈরি করা হয়েছিল ঠিক পানীয় জলের প্রধান পাইপলাইনের উপরে। বিস্ময়কর ভাবে, শৌচাগারটির নীচে কোনও সেপ্টিক ট্যাঙ্কও ছিল না। ফলে পাইপলাইন লিক হয়ে সরাসরি শৌচাগারের বর্জ্য মিশে গিয়েছে পানীয় জলে। সেই জল পান করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হাজারো বাসিন্দা। সেখানকার লোকজন বলছে, ২০২৬ সাল এসে গিয়েছে। ২০২৬ সালে আমরা নিজেদের বিশ্বগুরু হিসেবে দাবি করি। আর দূষিত জল পান করে মানুষ মারা যান। বিজেপির এইসব লোকেদের চুল্লুভর পানিতে ডুবে মরা উচিত, যাঁরা হামেশাই বুলডোজারের ব্যবহার করেন, আবার এনকাউন্টার-এনকাউন্টার করেন।

— পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দু'হাজার ছাব্বিশ বিজেপি হাপিশ

গত সাত বছরে বাংলা থেকে ৬ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তুলে নিয়ে গিয়েছে, অথচ এ-রাজ্যের গরিব মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে দিল্লির জমিদারেরা। বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চেয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও ১০০ দিনের প্রকল্প চালু করেনি বিজেপির সরকার। আবাসের টাকাও দেয়নি। এবার পাল্টা দেওয়ার পালা বাংলার মানুষের। তারাই বিজেপিকে বাংলা-ছাড়ার ব্যবস্থা করছে। জানাচ্ছেন **পার্থসারথি গুহ**

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে বারুইপুরের জনসভা বুঝিয়ে দিল, এবার বাংলায় কী হতে চলেছে।

বাংলার আকাশ-বাতাসে বিজেপি নামক ভাইরাসের ঘনঘটাতেও সুখের কথা, গোবলয়ের গোয়েবলসদের গোয়ার্তুমির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে সূর্যের প্রজ্জ্বলন নিয়ে মাউন্ট এভারেস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর নির্দেশে আরএসএস-বিজেপিকে ছিন্নভিন্ন করতে রাজ্য জুড়ে নবগ্রহের মতো সেই আকাশভরা সূর্যতারা প্রদক্ষিণ আরম্ভ করেছেন মমতাময়ীর যোগ্য সেনাপতি তরুণ তুর্কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা তথা দেশের শত্রু ইংরেজের পোষ্যপুত্র আরএসএস-বিজেপিকে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে দিতে বদ্ধপরিকর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাই এবারের নির্বাচন শুধু একটি সাধারণ বিধানসভা ভোট নয়। বাংলা থেকে বিজেপিকে হাপিশ করার গণতান্ত্রিক যজ্ঞ। বাংলার মাটি থেকে এমনভাবে উৎখাত করা হবে গেরুয়া-বর্গীদের যাতে অদূর-ভবিষ্যতে ভূ-ভারতে বিজেপির হদিশ খুঁজে পাবে না।

বস্তুত, অভিষেকের তেজ কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে তাবড় বিজেপির মাথামুণ্ডুরা। এবার যার জেরে রীতিমতো কেঁপে উঠেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এতদিন তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, বিহারের তেজস্বী যাদব, কেজরিওয়ালের আপ, এনসিপি (শরদ)-এর লুজ বল পাচ্ছিলেন। আর বেমালুম চালিয়ে খেলছিলেন। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, বিহারে নির্বাচন পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর ভোট চুরি ইস্যু সামনে এনে কার্যত ইসিআইকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য প্রতিনিধি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, ল্যাজেগোবরে হতে আরম্ভ করেছে টিম জ্ঞানেশ কুমার। বস্তুত, অভিষেকের সুনিপুণ যুক্তিবাণের মুখে পড়ে জ্ঞানেশ কুমারের ভ্যানিশিং কারসাজি চৌপাট হওয়ার মুখে। ঘন ঘন ইয়র্কারের মুখে উত্তেজিত হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই হীনমন্যতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বেআব্রু হয়ে উঠেছে আপাত নিরপেক্ষতার তকমা।

ভানুমতীর খেলের মতো গিলি গিলি গে বলে ইচ্ছামতো বেড়াল থেকে রুমাল কিংবা রুমাল থেকে পায়রার ম্যাজিক তো অনেক দেখেছেন। এখন নতুন করে দেখতে হচ্ছে ভ্যানিশ কুমারের নেতৃত্বে চলতে থাকা বৈধ ভোটার রাতারাতি গায়েব করার আজব জাদুখেলা। গণতন্ত্র ধ্বংসের এই প্রহসনকে জাদু না বলে কালাজাদু বলাটাই মনে হয় সমীচীন। দিল্লির দানবরা যখন বুঝল যে ক্রমে তাদের পায়ের তলার মাটি সরছে তখনই যাবতীয় নখদন্ত বের করে 'পিছে কা খিড়কি'র জাদুটোনা আরম্ভ করেছে। যদিও পাবলিকের মার দুনিয়ার বার বা পক্ষান্তরে পগারপার। এই সহজ সরল সত্যিটা এখনও গন্ডারের চামড়াওয়ালা বিজেপি-আরএসএস বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, কত ধানে কত চাল। বাংলায় তৃণমূলের কাছে এতবার গো হারা হারার পরেও লম্বাচওড়া ডায়লগবাজি একটুও কমেনি।

এই তো বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে, ইসবার চারশো পারের ফানুস কীভাবে চুপসে গিয়েছে দেশবাসী চাক্ষুষ করেছেন। আর বাংলার কথায় এলে, সেই ২১-য়ের বিধানসভা ভোটের আগে ইসবার দুশো পারের ভাঁওতাবাজি আর ২৪-য়ের লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর বুক ঠুকে বলা, এবার সারা দেশের মধ্যে বাংলায় সবথেকে ভাল ফল করবে বিজেপি-র প্রোপাগান্ডা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তাও বিজেপির অশ্বডিম্ব প্রসব করা নেতাদের হম্বিতম্বি উপরন্তু বেড়েই চলছে।

যার নয়ে হয় না, তার নব্বইতেও হবে না, এই সাধারণ কথাটাই ধরতে পারছে না গেরুয়া বাহিনী। কিংবা বুঝেও অহংয়ের অমানিশা গ্রাস করেছে তাদের। অবশ্য, এক্ষেত্রে অমানিশা না বলে, বলা ভাল বিজেপি রাহুর গ্রাসে পড়েছে। এসআইআর যে তাদের দিকে ব্যুমেরাং হয়ে ধেয়ে আসতে চলেছে তা বুঝতেও হয়তো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে গোবলয়ের গাম্বাটদের। কারণ, এসআইআরের নামে এ রাজ্যে সবথেকে ক্ষতির মুখে পড়েছে মতুয়া, রাজবংশী, নমশূদ্র-সহ প্রান্তিক হিন্দুদের এক বিরাট জনগোষ্ঠী। খড়কুটো ভেবে বিজেপিকে বিশ্বাস করে এখন তাঁরা কালনাগিনীর খপ্পরে পড়েছেন। সরল-সাধাসিধা মানুষগুলোর বিশ্বাসে কোনও দোষ নেই। কথাতেই বলে বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু। তাঁরাও ওপার বাংলা থেকে এই বাংলায় এসে মরীচিকার মায়ায় জড়িয়েছেন। কিন্তু 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী' যে মারীচ-নামক রাক্ষসের মৃগরূপ সে তো তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। যখন বুঝলেন, তখন গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তাঁদের সরল-বিশ্বাসে প্রলেপের নামে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক নরপিশাচরা। হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ মতুয়া, রাজবংশী-সহ বিশাল অংশের মানুষ আজ অসহায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনপীড়নে না ঘরকা, না ঘাটকা হওয়ার দিকে।

ঠিক যেন অসমের অ্যাকশন রিপ্লে চলছে। যেভাবে বাঙালির জাতিগত সত্তা, ঐতিহ্য ভুলিয়ে গোবলয়ের হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রায় ২০ লাখ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে কয়েদ করা হয়েছে, এই রাজ্যেও অনুরূপভাবেই এগোতে চাইছে বিজেপি। বলিপ্রদত্ত করা হচ্ছে প্রান্তিক হিন্দুদের। এখানেই মোক্ষম প্রশ্ন জাগছে, বিজেপি-আরএসএস এখন ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির রোমের মতো ক্রীতদাস সমাজ গড়ে তুলতে চাইছে। যাঁরা সামান্য গ্রাসাচ্ছদনের জন্য বিজেপির পেয়ারের পুঁজিপতিদের কাছে বেগার খাটবে। কিংবা ভানতারার মতো আইনি জটিলতায় জর্জরিত কোনও চিড়িয়াখানায় পশুর মতো পণ্য হয়ে উঠবে। মোচ্ছব-করা মনুবাদী তথা মানুষের শ্রম চুরি করা পুঁজিবাদীরা তাঁদের নিংড়ে নেবে। প্রদর্শনীশালায় উপস্থাপিত হতে হবে বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের মতো। নিজেদের ঐতিহ্য, গরিমা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা ধুলোয় লুটোপুটি খাবে। এতটাই গভীরে পৌঁছেছে ইসিআইয়ের বকলমে বিজেপির ছলাকলা।

যার বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র প্রতিরোধ। বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হোক এমনভাবে যেন বাংলার হারের জেরে সারা দেশে মুখ লুকোতে হয় তাদের। বাংলায় বিজেপিকে ছিবড়ে করে দিতে পারলে পদ্মবন ঝোপঝাড়ে পরিণত হবে। বিজেপির অ্যান্টিডোট যে বাংলার শস্য-শ্যামলা ভূমি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা ইতিমধ্যেই বহুলপ্রচলিত। এবার সময় এসেছে সেই বিজেপি-বিরোধী প্রতিষেধক দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে দিতে। বাংলায় বৃহত্তর জয়ের মাধ্যমে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস যে-কাজ সুদৃঢ়ভাবে করতে প্রস্তুত।

পুরুলিয়ায় 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য

প্রতিবেদন : পুরুলিয়ায় 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' গড়ে তোলার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের জন্য মাস্টার প্ল্যান ও পরিকাঠামোগত নকশা তৈরিতে পরামর্শদাতা নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম বা ডব্লুবিআইডিসি। পুরুলিয়া জেলায় জাতীয় সড়ক-১৯-এর ধারে প্রায় ২ হাজার ৬৫৬ একরের বেশি জমি জুড়ে প্রস্তাবিত শিল্পাঞ্চলটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ডব্লুবিআইডিসি সূত্রে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জমি ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত শিল্প উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নীতি ও আইনগত বিধিনিষেধ মেনে একটি সুসংহত ও পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতেই এই মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রয়োজন। ডব্লুবিআইডিসির এক কর্তা জানান, প্রস্তাবিত পরামর্শদাতা নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি বিস্তারিত মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা, যাতে দীর্ঘমেয়াদি শিল্প বিনিয়োগের উপযোগী পরিকাঠামো শুরু থেকেই নিশ্চিত করা যায়। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকার বিস্তৃত সমীক্ষা চালানো হবে। এর মধ্যে থাকবে টপোগ্রাফিক ও কনট্যুর সার্ভে, জমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প এলাকার আশপাশে বিদ্যমান পরিকাঠামোর মূল্যায়ন। পাশাপাশি শিল্প প্লটের চাহিদা ও সম্ভাব্য শিল্পের ধরন নির্ধারণ করতে বাজার সমীক্ষাও করা হবে।

এইসব সমীক্ষার ভিত্তিতে মাস্টার প্ল্যানে নির্ধারিত হবে অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক, স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, বর্জ্য জল সংগ্রহ ও পরিশোধন ব্যবস্থা, ইউটিলিটি করিডর, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। কর্পোরেশন সূত্রের দাবি, শিল্প স্থাপনের জন্য যে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা প্রয়োজন, তা যেন শুরু থেকেই নকশার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেদিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। মাস্টার প্ল্যানের পাশাপাশি পরামর্শদাতা সংস্থাকে পরিকাঠামোগত কাজের বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং নকশাও তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে রাস্তা, ড্রেনেজ, জল ও নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুদয়ন, সাব-স্টেশন এবং অন্যান্য সাধারণ পরিকাঠামোর ড্রয়িং ও বিল অব কোয়ান্টিটি প্রস্তুত করা। বিভিন্ন পরিকাঠামো উপাদানের জন্য পৃথক পৃথক ডিটেইল্ড প্রোজেক্ট রিপোর্টও তৈরি করা হবে।

এছাড়াও ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার বাছাইয়ের জন্য দরপত্র নথি প্রস্তুত ও দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ডব্লুবিআইডিসিকে সহায়তা করবে ওই পরামর্শদাতা। সূত্রের খবর, কাজের বরাত দেওয়া হওয়ার পর থেকে প্রায় ১৬ সপ্তাহের মধ্যে এই পরামর্শমূলক কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যদিও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের তরফে নকশা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এই মেয়াদের বাইরে থাকবে। মাস্টার প্ল্যান তৈরির এই প্রক্রিয়া শুরুর মধ্য দিয়ে 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' প্রকল্পটি উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করল বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। ডব্লুবিআইডিসির এক কর্তার কথায়, পুরুলিয়ায় সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব একটি শিল্প হাব গড়ে তোলার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছারই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল এই উদ্যোগে।

▌১৯ জানুয়ারি বারাসতে সভা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সভাকে সফল করতে শুক্রবার মধ্যমগ্রামে ছিল প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু, রথীন ঘোষ, নির্মল ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায় সব্যসাচী দত্ত, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মদন মিত্র-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

সদুত্তর দিতে না পেরে পালালেন অনিকেত

প্রতিবেদন : সংগঠনের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো। বৃহস্পতিবারই সংগঠনের বোর্ড অফ ট্রাস্টের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অনিকেত। সেই সিদ্ধান্তের কারণ নিয়ে শুক্রবার আবার ঘটা করে সাংবাদিক বৈঠকও করলেন তিনি। কিন্তু যেসব বেনিয়মের অভিযোগে জেডিএফ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তা নিয়ে কোনওরকম সদুত্তর দিতে পারেননি অনিকেত। ন্যায়বিচারের নামে সাধারণ মানুষের থেকে কোটি-কোটি টাকা তুলে নয়ছয়েরও কোনও হিসেব দিতে পারেননি। উল্টে সরকারি চাকরি ছাড়ার নামে ফের 'ক্রাউড ফান্ডিং'-এর ফন্দি এঁটেছেন। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, আবার ক্রাউড ফান্ডিংয়ের গল্প। ক্রাউড ফান্ডিংয়ের উপর এত টান কেন? একবার আরজি করের নির্যাতিতার স্মৃতিতে ক্রাউড ফান্ডিং হয়েছিল। ওই বিপুল টাকা কোথায় গেল? ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে টাকা দেওয়ার কি দরকার পড়ল? আরজি কর আন্দোলন ইভেন্ট নাকি? এখন আবার বলছেন সরকারি চাকরি করবেন না। তার জন্য সরকারকে যে টাকা দিতে হবে, সেটাও মানুষের থেকে চাইছেন! মানুষের থেকে যে টাকা নেবেন, আবার সুদ সমেত ফেরত দেবেন তো? বৃহস্পতিবার ইস্তফাপত্রে অনিকেত লিখেছিলেন, আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করে অগণতান্ত্রিকভাবে কমিটি তৈরি করা হয়েছে! এর সঙ্গে নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন সঙ্গতিপূর্ণ নয়! কিন্তু এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনওরকম পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেননি অনিকেত। বরং তাঁর কথাবার্তায় পরিষ্কার হয়েছে, আসলে প্রচারের আলো নিজের দিকে টেনে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই এমন সিদ্ধান্ত। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিকেত মাহাতো ঘোষণা করেন, সিনিয়র রেসিডেন্ট (এসআর-শিপ) পোস্টিং ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এই এসআর-শিপ ছাড়তে হলে সরকারকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে হয়। যার পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। সেই অর্থ জোগাড়ের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে হাত পাততেই আসলে অনিকেতের এই সিদ্ধান্ত। জেডিএফ-এ অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, এদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। ওদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ওই জায়গায় ছিল বলে এখন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়েছে। এখন নিজেরাই বলছে, ফ্রন্ট অগণতান্ত্রিক, আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ তো আমরা প্রথমদিন বলেছি। এখন একবছর পর শোকসভা কেন? কুণালের আরও সংযোজন, আন্দোলনের আবেগকে নিজের কেরিয়ারে পছন্দের কাজকর্মের জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত আপত্তিজনক! একজন তরুণ চিকিৎসককে জেলার হাসপাতালে বদলি করা যাবে না? এ কেমন কথা?

পুলিশের দ্বারস্থ টলিউড

প্রতিবেদন : টলিউডে ট্রোলিংয়ের শিকার অভিনেতা থেকে পরিচালক-প্রযোজক-অভিনেতারা। গোটা টলিউড এবার সেই কুরুচিকর আক্রমণের বিরুদ্ধে লালবাজারে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হল। শুক্রবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শ্রীকান্ত মোহতা, স্বরূপ বিশ্বাসরা কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিকৃত ও কুরুচিকর পোস্ট সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করে স্বরূপ বিশ্বাস, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়রা জানান, অভিনেতা বা সিনেমা নিয়ে কাটাছেঁড়া একশোবার হতে পারে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। কিন্তু এখন যেটা হয়েছে, শুধু সিনেদুনিয়া নয়, রাজনীতিক, খেলোয়াড় সকলের ক্ষেত্রেই দেখেছি শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। খারাপ কথা লিখে বাহবা পাওয়ার অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। আর সেটা করতে গিয়ে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও পিছপা হচ্ছে না তারা। ইন্ডাস্ট্রি একজোট হয়ে পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ জানায়, যে কোনও শিল্পীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা কিংবা ডেথ থ্রেট করা থেকে সাবধান হতে হবে। কলকাতা পুলিশের কাছে তুলে ধরা হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টলিউডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাচ্ছে। তাঁদের পরিবারকে জড়িয়ে অশ্লীল ছবি, আপত্তিকর লেখা ও কুরুচিকর মন্তব্য করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

▌লালবাজারে পিয়া সেনগুপ্ত, স্বরূপ বিশ্বাস, যিশু সেনগুপ্ত প্রমুখ। শুক্রবার।

▌খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতের ভাটপাড়া গড়পাড়া আঞ্চলিক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে দলের প্রতিষ্ঠাদিবসে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও কম্বল বিতরণে বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার।

▌শুরু হল দমদম উৎসব ২০২৬। আয়োজনে দমদম পুরসভা। গোরাবাজার লিচুবাগান মাঠে উৎসবের সূচনায় উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ সৌগত রায়, মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিং, উপপ্রধান বরুণ নট্ট প্রমুখ। মেলা চলবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

পানিহাটিতে যুবক খুনে ধৃত চার

প্রতিবেদন : পানিহাটি উৎসবে এক যুবককে খুনের অভিযোগ! রবিবার রাতে সোদপুরের অমরাবতী মাঠে অনুষ্ঠান চলাকালীন নাচানাচিকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাধে। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে সেইসময় ঝামেলা মিটলেও বিপদ ঘটে অনুষ্ঠান শেষে। গলিতে নিয়ে গিয়ে যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ঘোলা অপূর্বনগরের বাসিন্দা বছর ২৮-এর তন্ময় সরকারের। বৃহস্পতিবার খড়দহ থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

২৯ দিনে উপকৃত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার

সেবাশ্রয় ২

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'সেবাশ্রয় ২' স্বাস্থ্যশিবিরে লাফিয়ে বাড়ছে উপকৃত মানুষের সংখ্যা। সাংসদের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ২৯ দিনে বিনামূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া মানুষের সংখ্যা ১,৬৫,৭৮৫ জন। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ ও বিষ্ণুপুরের পর এবার সাতগাছিয়া বিধানসভাতেও চলছে সেবাশ্রয় ২। শুক্রবার সেবাশ্রয়ের ২৯তম দিনে সাতগাছিয়ার ১৯টি শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ২,২৬৭ জন। মোট ১,২৩০ জনকে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ১,২৯৭ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন মাত্র ৪ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়ের ১৮ দিনের মাথায় স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ দায়ের যুবতীর। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে মহিলা থানা। শ্রীরামপুরের গড়গড়িঘাট এলাকার ঘটনা

গোয়ায় পুলিশ হেফাজতে মৃত শ্রমিকের দেহ ফিরল বাড়িতে

সংবাদদাতা, বসিরহাট: গোয়ায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে বন্দি হয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ রেল গেট সংলগ্ন রামকৃষ্ণ পল্লির বাসিন্দা দেবানন্দ সানা। সাতদিন পর বাড়িতে ফিরল যুবকের নিথর দেহ। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মৃতের পরিবার। দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়ে বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করেন শ্রমিকের পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত পনেরো ষোলো বছর ধরে গোয়ায় কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। গত ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রতিদিনের মতো কাজ করতে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথায় হয় দেবানন্দ সানার। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ, তার বন্ধুদের মারফত পরিবারের লোকজন জানতে পারেন স্থানীয় ভাস্কো ডা গামা থানা ওই যুবককে থানায় নিয়ে গেছে। বুধবার সকালে গোয়ারই এক হাসপাতালের তরফে বাড়িতে ফোনে জানানো হয় দেবানন্দ হাসপাতালে ভর্তি, তাঁদের সেখানে পৌঁছানোর জন্যও বলা হয়। অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি মৃতের পরিবারের তরফে। শুক্রবার ফের হাসপাতাল থেকে ফোন করে জানানো হয় দেবানন্দের মৃত্যু হয়েছে। দেবানন্দের ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। স্থানীয় কাউন্সিলর সুনীল সরদারের উদ্যোগে প্রশাসনিক সহযোগিতায় মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে শুক্রবার মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ ফেরে হাসনাবাদের বাড়িতে। মৃতদেহ ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

এদিকে, পুলিশ কাস্টডিতে থাকাকালীন কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল সে-বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের মারেই ভিন রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ছেলের।

দেবানন্দ সানার দেহ আসার পর পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার।

উত্তর হাওড়া ও বালিতে শুরু হল উন্নয়নের পাঁচালির প্রচার

সংবাদদাতা, হাওড়া: কোনওরকম রাখঢাক না রেখে নিজেদের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছে তৃণমূল। এই কর্মসূচি 'উন্নয়নের পাঁচালি' এবার শুরু হল হাওড়ায়। শুক্রবার উত্তর হাওড়া এবং বালিতে এই কর্মসূচির সূচনা হল। উত্তর হাওড়ার ১ নম্বর ওয়ার্ডে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা সদরের ৪টি বিধানসভার তৃণমূলের কোঅর্ডিনেটর মনোজ তিওয়ারি এবং স্থানীয় বিধায়ক ও সদরের দলীয় সভাপতি গৌতম চৌধুরি দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। গত ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তার খতিয়ান মানুষের কাছে পেশ করেন তাঁরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন মন্ত্রী ও বিধায়ক। এলাকার কিশোরদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলাতেও শামিল হন তাঁরা। অপরদিকে বালিতেও এদিন ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে 'উন্নয়নের পাঁচালি' নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। সেখানেও ছিলেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, বালি কেন্দ্রের তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর রিওয়াজ আহমেদ, তফজিল আহমেদ সহ অন্যরা। প্রচারের পাশাপাশি এলাকার এক বাসিন্দার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনও সারেন তাঁরা। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকাবাসীদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে।

উত্তর হাওড়ায় 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচিতে মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি-সহ অন্যরা।

প্রয়াত হলেন চুনীলাল পাল

প্রতিবেদন: শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দানশীল মহাত্মা চুনীলাল পাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। এক কথায় তিনি ছিলেন দানের সাগর। মৃত্যুর আগে সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের ডিভিশনকে তাঁর বসতবাটি-সহ কসবার কুমোরপাড়ার সমগ্র জমি দান করেছেন। এছাড়াও কসবা বালিকা বিদ্যালয়, কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে তাঁর দানের পরিমাণ অপরিসীম। এই মহাত্মা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুতে কসবা কুমোরপাড়ার বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন বিশ্ব ইজতেমার প্রথম দিন

প্রতিবেদন : লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল বিশ্ব ইজতেমার প্রথম দিন। প্রায় ৫০ লক্ষ ধর্মাবলম্বী মানুষ একসঙ্গে আদায় করলেন শুক্রবারের জুম্মার নামাজ। জানা যাচ্ছে, মানুষের ভিড়ে এদিন ধর্মীয় সমাবেশের অনুষ্ঠান প্যান্ডেলের কাছেই পৌঁছতে পারলেন না মুসল্লিরা। হুগলি পুইনানে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমা। এই সমাবেশে জুম্মার নামাজে যোগ দিতে বেরিয়েছিলেন আশপাশ এলাকা থেকে। যার ফলে একাধিক এলাকার রাস্তাঘাটে ভিড় উপচে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়কে সুশৃঙ্খলভাবে সামাল দিয়েছে প্রশাসন। অত্যধিক ভিড়ের কারণে পৌঁছতে না পেরে সমাবেশস্থল কয়েক কিমি দূরে থেকে তাঁরা জুম্মা নামাজ আদায় করেন। পড়শি জেলা দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, নদিয়া, কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ভোরবেলা বেরিয়েও ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেননি। তারপরেও বৃহৎ এই ধর্মীয় সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে নামাজ পড়তে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন তাঁরা।

এদিন মজলিশে জুম্মার নামাজের সময় ছিল দুপুর ১টায়। এই জামাতে বহু মানুষ শরিক হতে না পারায় আরও এক আয়োজনে জুম্মার নামাজ আদায় করেন তাঁরা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবধানে এদিন দেশ-বিদেশের ইসলামিক স্কলাররা বক্তব্য পেশ করেন। কুরআনের বাণী ও শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে চলার কথা উঠে আসে। সমাবেশ শেষ হবে সোমবার। এত ভিড়ের মধ্যেও প্রথম দিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খুশি ইজতেমা কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন তাঁরা।

নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, বসিরহাট : অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের হতেই পকসো আইনে গ্রেফতার এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী সুবল বর্মন (৬০)। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার ঘটনা। ধৃত সুবল এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। জানা গিয়েছে, হিঙ্গলগঞ্জ থানার দুলদুলি এলাকার ক্লাস সেভেনের পড়ুয়া ১৪ বছরের ওই নাবালিকা ছাত্রীকে মোবাইল ফোনে পর্ন ভিডিও দেখিয়ে সুবল ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। ঘটনায় ছাত্রী অসুস্থ হলে পরিবারকে সব জানায়। এরপর তাঁদের ভয় দেখায় সুবল। দরিদ্র পরিবারের ওই নাবালিকা এবং তার বাবা-মাও ভয় পেয়ে যান। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর ওই নাবালিকা বান্ধবীদের নিয়ে রায়মঙ্গল নদীর ধারে পিকনিক করছিল। তখন সুযোগ বুঝে জঙ্গলের ধারে সুবল ফের তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ছাত্রীর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে সুবলকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধরে হিঙ্গলগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে সুবলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতে পাঠান।

ধৃত সুবল বর্মন।

কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে বালি বিধানসভায় শুরু 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি।

ভগ্নপ্রায় মাঝেরআট ক্ষীরোদাময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন হাওড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি।

প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বনগাঁ স্টেশন চত্বরে দুস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র ও খাবার তুলে দিলেন আইএনটিটিইউসি নেতা নারায়ণ ঘোষ ও বনগাঁর পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাড়ি থেকে মোটরবাইক নিয়ে কাজে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত শিবু সাহানি। শুক্রবার সকালে, শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। দুই মহিলা সমেত চারজনের বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় অভিযোগ করা হয়

আমার বাংলা
3 January, 2026 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

‘আবার জিতবে বাংলা’ স্লোগান নিয়ে আজ চা-বলয়ে অভিষেক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ২০২৬ পড়তে না পড়তেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই তৃণমূল একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে। তারই অন্যতম তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ‘আবার জিতবে বাংলা’। নবজোয়ারের পর ফের এই নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়ে গোটা রাজ্যে ঘুরবেন অভিষেক। শনিবার এই কর্মসূচি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বলয়ে আসছেন অভিষেক। শনিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা-বাগানের মাঠে নতুন আঙ্গিকে জনসভা ও চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করবেন। শুক্রবার চা-বাগানের মাঠে গিয়ে দেখা গেল জোর প্রস্তুতি চলছে। রাজ্য আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আয়োজন ঠিকমতো হচ্ছে কি না তার তদারকি করছেন। শনিবারের সভায় জেলার ৬১টি চা-বাগানের শ্রমিকরা উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা মঞ্চের একেবারে সামনে বসবেন একটি গ্যালারিতে। সেই গ্যালারির কাছে পৌঁছে যেতে তৈরি করা হয়েছে র‍্যাম্প। সেখান থেকে সরাসরি অভিষেক শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। জানবেন তাঁদের সমস্যার কথা। সারা বছর তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন চা-শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধায় পাশে থাকে। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ঋতব্রত জানান, চা-বলয়ে আমাদের স্লোগান ছিল মোদির কথা বনাম দিদির কাজ। কেন্দ্র এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করে চা-বাগানকে সহায়তা প্রদানের কথা বললেও, তা করেনি। অপরদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজও করে দিয়েছেন। নতুন ক্রেশ হাউস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে বাস সার্ভিস ইত্যাদি বহু কাজ হয়েছে।

সভাস্থল পরিদর্শনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশাসনিক কর্তারা।

গাড়িয়ে থামিয়ে তুষারপাত উপভোগ করছেন পর্যটকরা।

নতুন বছর শুরুতেই সিকিমে তুষারপাত

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ২০২৬ সালের প্রথম তুষারপাত ইউংথাং এবং জিরো পয়েন্টের (উত্তর সিকিম) মধ্যে। পর্যটকরা মহানন্দে উপভোগ করছেন প্রকৃতির রূপ। গতকাল গভীর রাত থেকে উত্তর সিকিমে তুষারপাত শুরু হয়েছে, বিশেষ করে ইয়ুংথাং এবং জিরো পয়েন্টের মধ্যে। এটাই সিকিমের তুষারপাতের প্রধান স্থান। তবে তুষারপাতের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। এটাই ছিল নতুন বছরের প্রথম তুষারপাত। পর্যটকরা যাঁরা সিকিম, বিশেষত গ্যাংটকে যেখানে তুষারপাতের কথা শুনে উত্তরের (জিরো পয়েন্ট) দিকে যেতে শুরু করেন, তাঁরা রাস্তাতেই তুষারপাত দেখতে পান এবং গাড়ি থেকে নেমে তুষারপাত উপভোগ করেন। গত বছর ২ ডিসেম্বর জিরো পয়েন্টে তুষারপাত হয়েছিল কিন্তু সেটা আজকের মতো ছিল না।

অভিষেক আসার আগেই খুলে গেল বন্ধ চা-বাগান

কাজে যোগ দিতে চলেছে শ্রমিকের দল।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ার জেলায় আসছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তিনি চা-শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ শুনতে। তাঁর সফরের ঠিক আগের দিন খুলে গেল আলিপুরদুয়ার জেলার দলসিংপাড়া চা-বাগান। প্রায় আড়াই বছর বন্ধ ছিল। বাগান খোলার পরই এদিন শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন।

২০২৩ অক্টোবরে বোনাস নিয়ে ঝামেলার জেরে বন্ধ হয়ে যায় বাগানটি। ম্যানেজার অজয় সিং জানান, শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বকেয়া টাকা মার্চ মাসে হোলির আগে দেওয়া হবে। আর বকেয়া বোনাস দেওয়া হবে পুজোর আগে। অভিষেক আসছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে, তার ঠিক আগেই বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি চা-শ্রমিকরা।

কলকাতা থেকে পাকড়াও মালদহের ৬ মাদকপাচারকারী

সংবাদদাতা, মালদহ : কলকাতায় বসে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল হেরোইন পাচারের কারবার। শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ল সেই চক্র। কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন মির্জা গালিব স্ট্রিটে অভিযান চালিয়ে কয়েক কোটি টাকার হেরোইন-সহ মালদহের ছয় মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মাসিদুল শেখ, মহম্মদ আবদুল্লাহ শেখ, ইসমাইল শেখ, সাদিক শেখ, মোবারক শেখ ও সাদিকুল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদিকুল কালিয়াচকের ইমামজাগির এলাকার বাসিন্দা এবং বাকি পাঁচজন কালিয়াচকের মোজমপুরের নারায়ণপুর কিসমতটোলার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় সাত কেজি ৮৬৩ গ্রাম হেরোইন, আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আট কোটি টাকা। এই পাচারচক্রে আরও কেউ জড়িত কি না খোঁজ করছে পুলিশ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকের ঢল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নতুন বছরের প্রথম দিনেই উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমন। ৬,৬০০ জনেরও বেশি পর্যটক এসেছেন এবারে পার্কে। ফলে বছরের প্রথম দিনেই বেঙ্গল সাফারি পার্কের আয় হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, বিপুল সংখ্যক পর্যটক আসা সত্ত্বেও গত বছরের ১১ লক্ষ টাকার বেশি আয়ের রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। বড়দিনের সময় পর্যটকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুন রেকর্ড গড়ার আশা করেছিল পার্ক কর্তৃপক্ষ। তবে এই বছর ১০ লক্ষ টাকা আয় হলেও গত বছরের রেকর্ড ভাঙেনি।

উত্তরবঙ্গে একমাত্র সাফারি পার্ক হওয়ায়, নতুন বছরের শুরুতেই দূরদূরান্ত থেকে মানুষ পার্কটিতে আসতে শুরু করেছেন। পর্যটকদের ভিড়ে খুশি পার্ক কর্তৃপক্ষ। তবে রাজস্ব হ্রাসের কারণে নতুন পরিকল্পনা তৈরির কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ। বেঙ্গল সাফারি পার্কের পরিচালক ই. বিজয় কুমার বলেন, বড়দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন পার্কের জন্য খুব ভাল ছিল। আগামী দিনে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন অতিথিদের দেখতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে বলে আশাবাদী তিনি।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকদের ভিড়।

এসআইআর হয়রানি, তুফানগঞ্জে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ মহিলাদের

ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভে মহিলারা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এসআইআর-এর নামে হেনস্থার প্রতিবাদে শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ বিডিও অফিসের সামনে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে স্লোগানে মুখর হলেন মহিলারা। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। মহিলাদের অভিযোগ, আমাদের হিয়ারিংয়ের জন্য ডেকে নানা তথ্য চেয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। অনেককে অসুস্থ শরীর নিয়ে হিয়ারিংয়ে এসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। জামানা খাতুন বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাদের হয়রানি করছে। হিয়ারিং এলে বলা হচ্ছে নানা তথ্য চাই। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।

এসআইআর হয়রানি ক্ষুব্ধ কালিয়াগঞ্জের অধিবাসীরা

সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ : এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে চরম হয়রানির অভিযোগ তুললেন উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের সাধারণ ভোটাররা। শুক্রবার বিডিও অফিসে শুনানিতে নথি হাতে কয়েকশো মানুষের ভিড় দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষোভ উগরে দেন প্রবীণ ভোটাররা। ভোটারদের পুরনো নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। ফলে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষকে বাক্সপেঁটরা ঘেঁটে ২০-২৫ বছরের পুরনো প্রমাণপত্র নিয়ে বিডিও অফিসে হাজির হতে দেখা যাচ্ছে। রায়গঞ্জ ব্লকের কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক শুনানি চলছে। শুনানিতে আসা শোভারাম সরকারের অভিযোগ, বহু বছর ধরে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। সব পরিচয়পত্র ঠিক আছে। তা সত্ত্বেও এই বয়সে লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। একই সুর আরেক ভোটার নিখিল রায়ের গলায়। জানান, ২০০২ ভোটার লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও নথি যাচাইয়ের জন্য তলব করা হয়েছে।

আমার বাংলা

3 January, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জঙ্গলমহলে ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের দলে যোগ দিল প্রায় ১০০ কুর্মি পরিবার

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাজ্যের উন্নয়নমূলক রাজনীতির ধারায় আস্থা রেখে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে জঙ্গলমহলে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সমর্থনে জেলার একের পর এক এলাকায় বাড়ছে দলের সাংগঠনিক বিস্তার। তারই প্রতিফলন দেখা গেল ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের দুধকুন্ডি অঞ্চলে। যেখানে কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০টি পরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়ে দলের ভিত আরও মজবুত করলেন। ফলে দুধকুন্ডি অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত হল। ঝাড়গ্রাম ব্লক কুর্মি সমাজের যুব সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত মাহাতর নেতৃত্বে কুর্মি সমাজের এই সব পরিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। দলে নবাগত পরিবারগুলিকে স্বাগত জানিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী নীতির উপর আস্থা রেখেই সাধারণ মানুষ তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এদিন দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিলি করা হয়। তৃণমূলের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, ঝাড়গ্রাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মাহাত-সহ দলের একাধিক স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী। শান্তনু মাহাত বলেন, আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাবে।

নবাগতদের পতাকা দিচ্ছেন রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত প্রমুখ।

বৃদ্ধার বাড়িতে চুরি জালে বিশ্বস্ত গৃহকর্মী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ফরিদপুর ফাঁড়ি এলাকার এক বৃদ্ধার বাড়িতে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হল তাঁরই দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত গৃহকর্মী সঞ্জয় ওঝা ও তার দাদা শিবনাথ ওঝা। গত ২৭ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে গয়না ও নগদ টাকা খোয়া যাওয়ার অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নেমে পুলিশ চুরি যাওয়া সমস্ত গয়না ও ২৪ হাজার টাকা উদ্ধার করে। শিবনাথের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হওয়ায় অস্ত্র আইনে পৃথক মামলাও রুজু হয়েছে। দুজনই বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে। এক্ষেত্রে পুলিশ আরও কারও যোগসূত্র আছে কিনা খতিয়ে দেখছে। দুর্গাপুর থানায় এ বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জানান ডিসি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা।

গাঁজা চাষ বন্ধ করল ভীমপুর থানা

সংবাদদাতা, নদিয়া : শুক্রবার পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ পুড়িয়ে দেওয়া হল। জানা যায়, বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়ার ভীমপুর থানার পুলিশ আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নাইকুরা খালপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় অবৈধভাবে পতিত জমিতে গাঁজা গাছের চাষ হচ্ছে দেখে সমস্ত গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। পাশাপাশি এলাকাবাসীকে সচেতন ও সতর্ক করা হয়, ভবিষ্যতে অবৈধভাবে কেউ আইন নিষিদ্ধ গাঁজা চাষ করলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদলে সংশোধন

প্রতিবেদন : আগের সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণায় কিছু অসঙ্গতি থাকায় তার সংশোধিত তালিকা শুক্রবার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে জেলা সমন্বয়কের দায়িত্বে পেলেন যাঁরা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর, বারুইপুর পশ্চিম ও বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব পেয়েছেন দিলীপ মণ্ডল। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি দক্ষিণ ও রামনগরের জন্য সুপ্রকাশ গিরি এবং কাঁথি উত্তর ও এগরার জন্য তরুণকুমার জানা দায়িত্ব পেয়েছেন। পাশাপাশি চণ্ডীপুর, ভগবানপুর, পটাশপুর ও খেজুরির দায়িত্ব পেয়েছেন অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য।

ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে আগুন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শুক্রবার সাতসকালে আচমকা ময়নাগুড়ির পুরাতন বাজারে আগুন। ভস্মীভূত প্রায় ১০টি দোকান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ময়নাগুড়ির দুটো ইঞ্জিন এবং ধূপগুড়ির একটি ইঞ্জিন। পুরসভা এবং থানার আইসি নিজে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। শর্টসার্কিট থেকেই আগুন বলে অনুমান। বাজারে বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার সময়মতো বের করায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে সবং ব্লকের ৯ নং বলপাই অঞ্চলে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া-সহ অন্যরা।

স্কুটিতে আগুন, সন্দেহ দুষ্কৃতীদের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিধাননগর হাউজিং কলোনিতে দুষ্কৃতীদের আগুন লাগানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই আবাসনের বাসিন্দা রানা ঘোষের স্কুটিতে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ। রানা ঘোষ জানান, তাঁর স্কুটি একতলায় সিঁড়ির নিচে রাখা ছিল। ভোর প্রায় চারটে নাগাদ একতলার প্রতিবেশী তপনবাবু আওয়াজ শুনে দরজা খুলতেই দেখেন স্কুটিটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। সন্দেহ, সিঁড়ির পিছন দিক থেকে লাঠিতে রকেট লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুটিতে আগুন লাগানো হয়েছে। খবর পেয়ে বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে।

১৩ দিন পর উদ্ধার দেহ, মেয়েকে খুন করে কুয়োয় ফেলে ধৃত নরাধম বাবা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বিয়ে দেওয়ার পরেও প্রথম পক্ষের মেয়ে স্বামীর ঘর করেনি। বাপের বাড়ির একটা ঘর দখল করে বাস করছিল। সেই ঘর খালি করতে মেয়েকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করে বস্তায় ভরে ওন্দার দিগশুলি জঙ্গলের মধ্যে একটি কুয়োয় ফেলে দেয় বাবা। বাঁকুড়া সদর থানার শ্যামপুর গ্রামের এই ঘটনায় ১৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর সম্প্রতি জঙ্গলের ভেতর কুয়ো থেকে দেহ উদ্ধার করে ওন্দা থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় নরাধম বাবাকে। বাঁকুড়া সদর থানার শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা ভবানী মালের বছর দুই আগে বিয়ে হয় বিকনা গ্রামে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যে বাপের বাড়ি ফিরে যান ভবানী। তারপর থেকে বাপের বাড়ির দুটি ঘরের একটিতে থাকতে শুরু করেন তিনি। অপর ঘরে চার সন্তান ও সৎ মাকে নিয়ে বসবাস করত বাবা ঈশান মাল। শ্যামপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী হেলনা শুশুনিয়া গ্রামে একাধিক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে নিজেই সংসার চালাতেন ভবানী। গত ১৪ ডিসেম্বর আচমকাই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান ভবানী। প্রায় ১৩ দিন পর বাঁকুড়া সদর থানায় মেয়ের নিখোঁজ ডায়েরি করে ভবানীর বাবা ঈশান। এদিকে গত বুধবার স্থানীয় মানুষ পার্শ্ববর্তী ওন্দা থানার দিগশুলির জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে পচা গন্ধ পেয়ে একটি কুয়োর মধ্যে বস্তা ভাসতে দেখেন। তাঁরাই ওন্দা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ কুয়ো থেকে ওই বস্তা তুলে বস্তার ভেতর থেকে ভবানী মালের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। এরপরই খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ওন্দা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই ঘটনার মূল চক্রী মৃতার বাবা। মেয়ে একটি ঘর একা দখল করে থাকায় অপর একটি ছোট ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসবাস করতে সমস্যা হচ্ছিল তার। বারবার মেয়েকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেও ছিল ঈশান। কিন্তু ঘর না ছাড়ায় তাকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করে দেহ বস্তাবন্দি করে জঙ্গলের মধ্যে কুয়োতে ফেলে মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার গল্প ফেঁদে বসে ঈশান। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই ঈশানকে গ্রেফতার করে আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। ধৃত মেয়েকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় ধৃত নরাধম বাবা ঈশান মাল।

গ্রামের ছাত্রীদের অপুষ্টি মোকাবিলায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে বিশেষ স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন চলছে। হুড়া ব্লকের স্কুলছাত্রীদের অপুষ্টিজনিত এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানে এই উদ্যোগকে কাজে লাগালেন হুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পিন্টু দে। তিনি জানান, স্কুল চলাকালীন প্রার্থনাসভার সময় প্রায়ই দেখা যায় একাধিক ছাত্রী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালীন নানা শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি অপুষ্টিজনিত কারণে ভুগলেও সচেতনতার অভাব বা আর্থিক সমস্যার জন্য তাদের অধিকাংশই চিকিৎসকের কাছে যেতে পারে না। যার ফলে ভবিষ্যতে গুরুতর সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে

স্কুলছাত্রীদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্য দফতরের মোবাইল ভ্যান।

পুরুলিয়া

স্বাস্থ্য দফতরের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে শুধু স্কুলের ছাত্রী নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষও উপকৃত হচ্ছেন। এদিন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের চিকিৎসক সাগুনচন্দ্র সরেন জানান, শিবিরে আসা অধিকাংশ ছাত্রীর শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম পাওয়া গিয়েছে। অপুষ্টিজনিত কারণেই এই সমস্যা। আয়রনের ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়েও সচেতন করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে ঘিরে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে গ্রামবাসী। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের পথে বড় ভূমিকা নেবে।

বছরের প্রথম দিনে বর্ধমানের শক্তিগড়ে পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। শুক্রবার বিকেলে তিনজনের দেহ দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের সেল কো-অপারেটিভ এলাকায় পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা

এসআইআর-আতঙ্কে দুই জেলায় মৃত আরও ২

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে রাজ্যে অব্যাহত সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু। বছর ঘুরলেও শেষ হচ্ছে না মৃত্যুমিছিল। এবার ঘটনাস্থল বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রায়নগর এবং মুর্শিদাবাদের ডোমকল। শুক্রবার সকালে রায়নগরে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় ফুলমালা পাল (৫৭) নামে এক প্রৌঢ়ার দেহ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, খসড়া তালিকায় নাম না থাকার কারণেই আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। এদিন সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায় বর্ধমান জিআরপি। স্বামী ও ছেলে ডাক না পেলেও ৫ জানুয়ারি তাঁকে শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এর ফলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই প্রৌঢ়া। পরিবার বলছে, শুনানিতে ডাক পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন তিনি। সব সময় বলতেন তাঁকে যদি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়! অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের ডোমকলেও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হল জয়নাল আনসারির (৩৪)। অভিযোগ, স্ত্রী শুনানির নোটিশ পাওয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ফুলমালা পাল ও জয়নাল আনসারির মতো একাধিক নাগরিকের মৃত্যুতে ক্রমশ এসআইআর নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এদিকে, বর্ধমানের ঘটনায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল নেতৃত্ব। ময়নাতদন্তের পর সেই দেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভে সামিল হন বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিক, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, বর্ধমান ২-এর ব্লক তৃণমূল সভাপতি পরমেশ্বর কোনার প্রমুখ। রাসবিহারী হালদার জানান, বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির সরকার এসআইআর নিয়ে আতংক সৃষ্টি করেছে। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আর কত মৃত্যু হল নরেন্দ্র মোদি এবং জ্ঞানেশ কুমাররা খুশি হবেন এটাই জানতে চাই। ফুলমালা পালের এই আত্মহত্যার তাঁরা শেষ দেখে ছাড়বেন। তাঁরা চান এই ঘটনার সুবিচার হোক। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করুন। এদিন বিকেলে ফুলমালার দেহ তাঁর বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে যান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি সর্বতোভাবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে বাংলা ও বাঙালি-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে স্বপনবাবু বলেন, রাজ্যজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি আর তাদের কথায় চলছে নির্বাচন কমিশন। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই মানুষকে হয়রানি করছে নির্বাচন কমিশন, যা কোনও সাংবিধানিক সংস্থার কাজ নয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। অন্যদিকে নামে গরমিল থাকায় শুনানির নোটিস আসে স্ত্রীর নামে। তার আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় স্বামীর। ডোমকলের ফতেপুরহাট এলাকার ঘটনা। কর্মসূত্রে স্ত্রী রেখা শেখকে নিয়ে হাওড়ায় থাকতেন জয়নাল আনসারি। এরই মধ্যে স্ত্রীর কাছে শুনানির নোটিস যায়। সূত্রের খবর, নোটিস পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শুনানি কেন্দ্রেও যান রেখা। ডকুমেন্টও জমা দেন। কিন্তু শুনানি কেন্দ্রে স্ত্রীর সঙ্গে কী ঘটেছে তা আর জানতে পারেননি জয়নাল। দুজনের কারও কাছেই ফোন না থাকার কারণে। পরিবার সূত্রে খবর, তাঁদের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে ফোন কেনা সম্ভবপর হয়নি। ফলে স্ত্রীর আপডেট পৌঁছায়নি স্বামীর কাছে। এদিকে স্ত্রীর চিন্তায় শরীর খারাপ হতে থাকে জয়নালের। দিনের পর দিন খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেন তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল। এদিনই জয়নালের দেহ ডোমকলে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েছন স্ত্রী রেখা। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, আমাকে শুনানিতে ডাকার পর থেকেই স্বামী চিন্তায় ছিল। ভাবছিল আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে চলে যাবে। আমি চিন্তা করতে বারণ করে বলি, তোমার থেকে কেউ আমাকে আলাদা করতে পারবে না। তারপরই সব ডকুমেন্ট নিয়ে ডোমকলে গিয়ে জমা দিই। কিন্তু ওকে কিছু জানাতে পারিনি।

গ্রামের রাস্তায় ফুলমালার মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ বিধায়ক নিশীথ মালিক ও যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার প্রমুখের। ইনসেটে, এসআইআর আতঙ্কে মৃত ফুলমালা পাল।

নদিয়ার গয়েশপুরে এসআইআরের প্রতিবাদে তৃণমূলের ডাকা জনজোয়ারে পূর্ণ জনসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। শনিবার।

নির্মম নির্বাচন কমিশন, অ্যাম্বুল্যান্সে শুয়েও সার-শুনানিতে হাজিরা চলচ্ছক্তিহীন প্রৌঢ়ার

প্রতিবেদন : রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি। আর শেই শুনানি পর্বে অসুস্থ, অশক্ত, চলচ্ছক্তিহীন মানুষের হয়রানি অব্যাহত। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও সেখানে কিছু ভুল থাকায় শুক্রবার কান্দি ব্লকে শুনানির জন্য সশরীরে হাজির হতে বলা হয় মহলন্দী গ্রামের এমন কয়েকজন বাসিন্দাকে যাঁদের বিছানা থেকে ওঠারই ক্ষমতা নেই। কান্দির বিধায়ক তথা বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকারের উদ্যোগে শুনানি প্রক্রিয়ায় হাজিরা দিতে অ্যাম্বুল্যান্স করে কান্দি ব্লক অফিসে যান মাকসুদা বেওয়া, আসিয়া বিবি-সহ আরও কিছু বয়স্ক মানুষ। অন্যের সাহায্য ছাড়া কারওরই চলাফেরার ক্ষমতা নেই। পাশাপাশি শুনানিতে হাজির হয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কান্দি ব্লক অফিসে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন কোহিনুর বিবি নামের সন্তানসম্ভবা এক মহিলা। পরে অসুস্থ কোহিনুরকে তৃণমূলের উদ্যোগেই কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অপূর্ব বলেন,

কান্দির মহালন্দি গ্রামে বংশপরম্পরায় বহু পরিবার দীর্ঘদিন বাস করছেন। শুক্রবার সার-শুনানিতে ডাকা হয়েছিল আসিয়া বিবি, মাকসুদা বেওয়ার মতো কয়েকজন মহিলাকে, যাঁদের চলাফেরার ক্ষমতাই নেই। কমিশন সেসব না দেখেই মানুষকে হয়রানি করছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখছে। সারের কারণে বহু মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। নামের ছোটখাটো ভুলের জন্য সাধারণ মানুষকে যে হয়রানি করছে তার দায়িত্ব কে নেবে? যাঁরা মারা গেলেন তাঁদের দায়িত্ব কি বিজেপি বা অমিত শাহ নেবেন? নির্বাচন কমিশন যদি বাড়িতে গিয়ে ভোট নিতে পারে তাহলে কেন বৃদ্ধ, অশক্ত, অসুস্থ মানুষদের এসআইআর ফর্মপূরণ বা শুনানি বাড়িতে গিয়ে করছেন না।

পাণ্ডবেশ্বরে ২৪টি উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক

প্রতিবেদন : পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারডিহি গ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম মিলিয়ে ২৬টি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি অনুযায়ী এলাকার বাসিন্দাদের অন্তর্গত কাজঘুলি এখন জোরকদমে চলছে গোটা রাজ্যজুড়ে। থেমে নেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রতিটি বুথের এই ধরনের কাজগুলিও। এদিন নবগ্রামে রাস্তার আলো, নিকাশি ড্রেন এবং বেশ কয়েকটি নতুন রাস্তা ও পুরনো রাস্তা সংস্কারের পর উদ্বোধন করা হয়। অন্যদিকে কুমারডিহি গ্রামের আইসিডিএস সেন্টারের সীমানা প্রাচীর, পানীয় জল, স্কুলের স্মার্ট ক্লাস, ধর্মরাজ মন্দিরের ভাঙন রুখতে আটচালা শেড নির্মাণ, পুকুরঘাট নির্মাণ এবং ছোট মঞ্চের সংস্কার-সহ বিভিন্ন কাজের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। এর মধ্যে রয়েছে নবগ্রাম এলাকার ১১৫ থেকে ১১৯ নম্বর বুথের বিভিন্ন অংশের ১৫টি আলাদা আলাদা কাজ কুমারডিহি এলাকার ১২৫ ও ১২৬ বুথের বিভিন্ন অংশের ৯টি নানা ধরনের কাজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকেরা-সহ উপস্থিত ছিলেন এলাকাবাসী এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এই সব কাজের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, পাণ্ডবেশ্বর ধীরে ধীরে মডেল পাণ্ডবেশ্বরের রূপ নিচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পের ছোঁয়া পাণ্ডবেশ্বরের অলিগলিতেও পৌঁছে যাচ্ছে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সাধারণ মানুষ এই কাজগুলি নিজেরাই বেছে নিয়েছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্তমতোই প্রতিটি কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। বাকি কাজগুলিও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

গঙ্গাসাগর নিয়ে বৈঠক পুরসভায়

প্রতিবেদন : সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। শুক্রবার গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বাবুঘাট ট্রানজিট ক্যাম্প সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসল কলকাতা পুরসভায়। ছিলেন পুর-কমিশনার সুমিত গুপ্ত-সহ পিএইচই, পিডব্লুডি, কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিরা। বাবুঘাটে ট্রানজিট ক্যাম্প আয়োজনে বিভিন্ন দফতরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেন মহানাগরিক। জানান, বাবুঘাটে দায়িত্বে থাকবেন কমিশনার, বিশেষ কমিশনার, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, অসীম বসু প্রমুখ। ক্যাম্পের ভিতরে বায়ো টয়লেট করবে পিএইচই, বাইরে পুরসভা। সাফাইয়ের দায়িত্ব পুরসভার। ব্যারিকেডিং করবে পিডব্লুডি। ক্যাম্প বানাবে পিএইচই। ক্যাম্পে অনেক রান্না করেন, সেক্ষেত্রে সিসিটিভিতে নজরদারি চলবে।

শিশুকন্যাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের

রানাঘাট

প্রতিবেদন : নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্প নোটিফায়েড পুরসভা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার সকালে তিন বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে মা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকাল থেকেই মহিলার ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। বারবার ডেকেও সাড়া না মেলায় জানলায় উঁকি দিয়ে দেখা যায়, ঘরের মেঝেতে মা ও শিশুকন্যা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে এবং সিলিং থেকে ঝুলছে একটি ওড়না। স্থানীয়রা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দুজনকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন শিশুকন্যাকে নিয়ে একাই বাড়িতে থাকতেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে মা। তবে আত্মহত্যার সময় ওড়না ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে রানাঘাট থানার পুলিশ। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন মৃত শিশুর বাবা।

আমার বাংলা
3 January, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ভোল বদলাচ্ছে ইংরেজবাজারের

সংবাদদাতা, মালদহ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর আওতায় বড়সড় উন্নয়নের পথে হাঁটল মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড। শুক্রবার কৃষ্ণপল্লি, মালঞ্চপল্লি-সহ একাধিক এলাকায় প্রায় এক কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। নারকেল ফাটিয়ে শুভারম্ভ করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি। ছিলেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনীষা সাহা মণ্ড, সৌভিক মণ্ডল প্রমুখ। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নতুন রাস্তানির্মাণ, ড্রেন সংস্কার, আধুনিক স্ট্রিট লাইট বসানো সহ একাধিক পরিকাঠামোগত কাজ করা হবে। ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যা, যেমন জলজমা, অপ্রতুল আলো ও যাতায়াতের অসুবিধা অনেকটাই মিটবে।

এদিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন কৃষ্ণেন্দু।

নারকেল ফাটিয়ে শুভারম্ভ মনীষা সাহা মণ্ডলের।

জানান, ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স শিগগিরই ওয়ার্ডবাসীর পরিষেবায় যুক্ত করা হবে যা জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করবে। স্থানীয়দের মতে, এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চেহারায় আসবে আমূল পরিবর্তন।

গদ্দারের মন্তব্যে থানায় অভিযোগ

সংবাদদাতা, মালদহ : গদ্দার অধিকারীর সাম্প্রতিক বক্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁচল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রসূনের অভিযোগ, গদ্দার তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। এই ধরনের মন্তব্য সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসূন জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় গদ্দারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে।

কোচবিহারে এসআইআর নিয়ে কমিশনে চিঠি অনন্তর

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এসআইআর-এর নামে কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের হেনস্থার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার। আবেদন জানিয়েছেন সংগঠনের নেতা অনন্ত মহারাজ। অনন্তর অভিযোগ, এসআইআর-এর অজুহাতে কোচবিহারের রাজবংশী মানুষদের কাছে একের পর এক প্রমাণপত্র দেখাতে বলা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ। তাঁর দাবি, ভারতভুক্তি চুক্তি অনুযায়ী কোচ রাজবংশীরা কোচবিহারের ভূমিপুত্র। সে ক্ষেত্রে তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা আলাদা করে তথ্য যাচাই করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অনন্ত আরও জানান, বহু মানুষ তাঁর কাছে এসে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে, রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে যেন কোনও অতিরিক্ত নথি চাওয়া না হয় এবং তাঁদের নাম যেন কোনওভাবেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়া হয়। অনন্ত স্পষ্টভাবে জানান, তাঁদের নাগরিকত্ব থাকবেই। নির্বাচন কমিশনের কোনও অধিকার নেই কারও নাম কাটার।

মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস প্রস্তুতি

জায়গা পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে তৈরি হবে মহাকাল মন্দির। মন্দিরের শিলান্যাস নিয়ে জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। ১৬ জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় চলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। এদিন মন্দিরের জায়গা পরিদর্শনে যান মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। মন্দির তৈরির জন্য জমি পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। মহাকাল মন্দির নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

কোচবিহারে একাধিক রাস্তার কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে একাধিক রাস্তার কাজের সূচনা হল। ঘুঘুমারি-দিনহাটা মেন রোড থেকে কালাচাঁদ মোড় পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করেন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে ঘুঘুমারি অঞ্চলের হাওয়ার গাড়িতে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে। এদিন রোগীকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি অভিজিৎ ছাড়াও জেলা পরিষদ সভাধিপতি সুমিতা বর্মন প্রমুখ। পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চলের শীতলাবাস গ্রামে শালবাড়ি বাজার থেকে লিচুতলা হয়ে গোলখোলা ভায়া নানগোলবাজ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার সড়ক নির্মাণকাজের সূচনা হয়েছে এদিন।

উদ্বোধনে অভিজিৎ দে ভৌমিক, সুমিতা বর্মন প্রমুখ।

বাবলা সরকার স্মরণ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, মালদহ : গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগে পালিত হল মালদহের প্রয়াত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। শুক্রবার, জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে তাঁর স্মরণে এক শোকসভা হয়। সেখানে জেলা নেতৃত্ব প্রয়াত নেতার রাজনৈতিক জীবন, সাংগঠনিক দক্ষতা ও মানুষের পাশে থাকার নানা স্মৃতি তুলে ধরেন। একই দিনে মালদহ শহরের কানির মোড়েও বাবলা সরকারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। প্রয়াত নেতার স্ত্রী, কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষের উদ্যোগে সেখানে এক স্মরণসভা হয়। ছিলেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরি, শুভময় বসু, মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু, জেলা পরিষদ সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, কাউন্সিলর গৌতম দাস, চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ প্রমুখ।

অপপ্রচারের জবাব দিল পুলিশ

সংবাদদাতা, বাসন্তী : জমি বিবাদের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে অপপ্রচারের জবাব রাজ্য পুলিশের। সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় বাসন্তীতে রাস্তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে একপক্ষের লোকজন বাঁশ ও লাঠি নিয়ে অপরপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় নাসিমা লস্কর নামে এক মহিলাকে। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলা। এই বিষয়টিকে বাংলায় নারী নিরাপত্তার অভাব বলে অপপ্রচার চালানো হয়। এরই পাল্টা জবাব দিল রাজ্য পুলিশ।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে রাজ্য পুলিশ জানায়, বাসন্তী থানা এলাকায় কয়েকদিন আগে জমি সংক্রান্ত বিরোধের ঘটনা সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু মহল থেকে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় দুই পরিবারের সদস্যরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ফলে ২ মহিলা আহত হন। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চলছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের ঘটনাকে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়ে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা দুর্ভাগ্যজনক ও অতি বিদ্বেষপূর্ণ কাজ। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তার জিরো টলারেন্স নীতিতে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

যোগীরাজ্যে 'যন্তরমন্তর'

(প্রথম পাতার পর)

আজব কীর্তি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে দেশ জুড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসও এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, বিস্ময়কর! মানুষের গায়ে যন্ত্র ঠেকিয়েই বলে দিচ্ছে তিনি বাংলাদেশি নাকি বাংলাদেশি নন! এমন কোনও যন্ত্র যদি আবিষ্কার হয়ে থাকে তা হলে অবিলম্বে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠানো উচিত! যেকোনও মূল্যে বাঙালিদের, বাংলাভাষীদের হেনস্থা করার নতুন মডেল। হীরক রাজার দেশে ছিল যন্তরমন্তর ঘর। আর মোদি-শাহ-যোগীর সরকারি কাজকর্মেও 'যন্তর' দিয়ে মানুষকে কলকবজায় ফেলার চেষ্টা!

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গাজিয়াবাদের কৌশাম্বী থানার পুলিশ আধিকারিকরা এক বস্তিতে বৃদ্ধের পিঠে স্মার্টফোন ঠেকিয়ে দাবি করছেন যে, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি! বছর ৭৬-এর ওই বৃদ্ধ মহম্মদ সিদ্দিকের পরিবার বারবার ফোনে পরিচয়পত্র দেখিয়ে নিজেদের বিহারের আরারিয়া জেলার বাসিন্দা বলে দাবি করলেও পুলিশ কর্ণপাত করেনি। উল্টে বস্তিবাসীদের ভয় দেখিয়ে পুলিশ বলে, মিথ্যা কথা বলবেন না। আমাদের কাছে যন্ত্র আছে। মিথ্যা বললেই ধরা পড়ে যাবে! পেশায় মাছ বিক্রেতা সিদ্দিক বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে গাজিয়াবাদে বসবাস করছেন তাঁরা। তবুও তাঁদের বাংলাদেশি বলে ভয় দেখানো হচ্ছে। গাজিয়াবাদ পুলিশের এই কাণ্ডে বিতর্ক দানা বাঁধতেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও গেরুয়া পুলিশের দাবি, রুটিন তল্লাশির সময় ওই ভিডিওটি তোলা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর বিহারি মার্কেট এলাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে কৌশাম্বী থানার ওই আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিসিপি (ট্রান্স-হিন্দন) নিমিস পাতিল।

পোশাকবিধি জারির পরে মহাকাল মন্দিরে ভক্তের ঢল

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : দার্জিলিংয়ের ম্যালে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত 'মহাকাল মন্দির'-এ এমনিতেই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে। পোশাকবিধি জারির পরে নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে সেই ভিড় উপচে পড়ল। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনও আসেন পুজো দিতে। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসে পর্যটকেরা ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে মহাকাল মন্দিরে প্রার্থনার জন্য যান। তাঁদের অনেকেই এই প্রথম মহাকাল মন্দিরে এলেন। গত অক্টোবর মাসে মহাকাল পুজো কমিটি ঘোষণা করেছিল, মন্দিরে যে ভক্তরা আসবেন তাঁদের শর্ট ড্রেস পরা

উচিত নয়, তাঁরা পর্যটকই হোন বা স্থানীয়। সেই ঘোষণার পরে এদিনই প্রথম বিশাল ভিড় হয়। বহু মহিলা ছিলেন, তাঁদের পরনে ছিল কাপড়। ২০১৩ থেকে প্রতি বছর ১ এবং ২ জানুয়ারি মহাকাল প্রাঙ্গণে সমগ্র বিশ্বশান্তির জন্য যজ্ঞ করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূজারিরা আসে, এমনকি লামা সারারাও এসেছেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই দার্জিলিং আসেন এই মন্দিরে আসেন পুজো দিতে। অভিনেতা-অভিনেত্রী এমনকি বলিউডের পরিচালকরাও আসেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

র‍্যাগিং এবং যৌন নির্যাতনের ফলে দীর্ঘদিন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালার এক কলেজছাত্রী। দিনকয়েক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। এবার সেই ঘটনায় নাম জড়াল ওই কলেজের এক অধ্যাপক এবং তিন ছাত্রীর

এবার মেশিন দিয়ে বাংলাদেশির খোঁজ যোগীরাজ্যের পুলিশের!

পরিযায়ীদের হয়রানি করতে নতুন ফিকির

লখনউ: বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষ সংক্রামক ব্যাধি হয়ে উঠেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। আর তা এতটাই প্রবল, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যেকোনও ধরনের হয়রানি করতে নতুন নতুন ফন্দি বার করছে প্রশাসন। এবার যেমন উত্তরপ্রদেশে। সেখানে বাঙালি বিদ্বেষের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে রীতিমতো হেনস্থা শুরু করেছে পুলিশ। সাধারণ দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের নাগরিকত্বের কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের যোগী-প্রশাসনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক আধিকারিক দাবি করলেন, তাঁর কাছে এমন যন্ত্র রয়েছে যা দিয়ে কোনও ব্যক্তি বাংলাদেশের বাসিন্দা কিনা তা প্রমাণ হয়ে যাবে! নিছক হয়রানির জন্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

আধিকারিকের সাধারণ নাগরিককে ভয় দেখানোর এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়।

জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ শহরের বোয়াপুর বস্তি এলাকায় ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হানা দেয় স্থানীয় কৌশাম্বি থানার পুলিশ। তাদের সঙ্গে সিআরপিএফ জওয়ানরাও ছিল। বস্তির বাসিন্দাদের পরিচয়পত্র দাবি করে পুলিশ আধিকারিকরা। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় এসএইচও অজয় শর্মা। আর সেখানেই যন্ত্রের সাহায্যে বাংলাদেশি নির্ধারণের ভুয়া হুমকি দিতে দেখা যায় এসএইচও অজয় শর্মাকে। বোয়াপুর বস্তি এলাকায় বিহারের বহু পরিযায়ী শ্রমিকের বসবাস। বিহারের আরারিয়ার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেখানো নিয়ে শেষ পর্যন্ত হুমকির পথে যায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বারবার বস্তির বাসিন্দাদের থেকে জানতে চাওয়া হয় তাঁরা বাংলাদেশের বাসিন্দা কিনা। বাসিন্দারা নিজেদের বিহারের বাসিন্দা বলে পরিচয়পত্র দেখালেও ভয় দেখাতে চাপ দেওয়া হয়। পরিচয়পত্র দেখার পরেও এসএইচও অজয় শর্মা দাবি করেন, তাঁর পিঠে যে যন্ত্র লাগানো হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা!

সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের এই ধরনের কুৎসিত হুমকির ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এখন সাফাই দিতে নেমেছে গাজিয়াবাদ পুলিশ। প্রশাসনের তরফে দাবি করা হচ্ছে, রুটিনমাফিক বস্তি এলাকায় বাসিন্দাদের পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে আতঙ্ক তৈরি করতে কেন মিথ্যে হুমকি দিল পুলিশ, তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি যোগীরাজ্যের প্রশাসন।

বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নাম করে মুম্বইয়ের বৃদ্ধার থেকে ৩.৭১ কোটি টাকা প্রতারণা

মুম্বই: দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নাম ব্যবহার করে প্রতারণা। মুম্বইয়ের আন্ধেরি পশ্চিমের ৬৮ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ জালিয়াতির শিকার হয়ে ৩.৭১ কোটি টাকা খুইয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতারকরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে একটি ভুয়া ‘ভার্চুয়াল আদালত’ তৈরি করেছিল, যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় হিসেবে পরিচয় দিয়ে শুনানির নাটক করেছেন। এই ঘটনায় পশ্চিম অঞ্চল সাইবার পুলিশ স্টেশন একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে জানা গেছে, প্রতারকরা নিজেদের মুম্বই পুলিশ, সিবিআই কর্মকর্তা এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওই বৃদ্ধাকে মানি লন্ডারিং বা অর্থপাচারের মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় হাতিয়ে নিয়েছে। এফআইআর অনুযায়ী, গত ১৮ আগস্ট ধনলক্ষ্মী সত্যনারায়ণ রাও নাইডু নামে ওই বৃদ্ধার কাছে ‘বিজয় পাল’ পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ফোন করে জানায় যে তাঁর আধার কার্ড ব্যবহার করে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে ৬ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে। এরপর হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলের মাধ্যমে ‘এসকে’ পরিচয় দিয়ে কোলাবা থানার পুলিশ সেজে অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে জানায় যে তিনি মানি লন্ডারিং মামলায় অভিযুক্ত। এমনকী তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য জনৈক ‘নরেশ গোয়েল’ নামে এক ব্যক্তির গ্রেফতারের জাল নথিও পাঠানো হয়। বৃদ্ধাকে ২৪ ঘণ্টা ভার্চুয়াল নজরদারিতে রাখা হয় এবং কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করা হয়। এরপর ‘এসকে জয়সওয়াল’ পরিচয় দিয়ে সিবিআই অফিসার সেজে এক ব্যক্তি তাঁকে জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বলেন যাতে তাঁর চরিত্র মূল্যায়ন করা যায়। এর পরেই শুরু হয় জালিয়াতির মূল নাটক। ভিডিও কলে বিচারকের পোশাকে এক ব্যক্তি সামনে আসেন যাকে ‘বিচারপতি চন্দ্রচূড়’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়। ওই জালিয়াত বৃদ্ধার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার অভিনয় করেন। এতেই প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধা। এরপর প্রতারকরা তাঁকে জানায়, নির্দোষ প্রমাণ হতে হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাচাইয়ের জন্য জমা দিতে হবে। ভয় পেয়ে বৃদ্ধা তাঁর মিউচুয়াল ফান্ড এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দেন। গত ১৮ আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের শুরুর দিক পর্যন্ত দফায় দফায় মোট ৩.৭১ কোটি টাকা প্রতারকদের নির্দেশিত বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন তিনি। পরে যখন আরও টাকার দাবি করা হয় এবং পুরোনো টাকা ফেরত দিতে দেরি করা হয়, তখন বৃদ্ধা বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পুলিশ বর্তমানে এই বিপুল পরিমাণ টাকা যে অ্যাকাউন্টগুলোতে জমা পড়েছে সেগুলোর উৎস খুঁজছে, যার মধ্যে বেশ কিছু অ্যাকাউন্টের হদিশ পাওয়া গেছে মোদিরাজ্য গুজরাতে।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন কর

তামাক ও পানমশলার বাড়বে দাম

নয়াদিল্লি: এবার অনেকটাই দাম বাড়তে চলেছে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর দুই পণ্যের। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক এবং পানমশলার ওপর একটি নতুন সেস আরোপ করা হবে।

এই নতুন শুল্কগুলি পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি-র হারের অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং বর্তমানে এই ধরণের পণ্যের ওপর কার্যকর থাকা জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেসের স্থলাভিষিক্ত হবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পানমশলা, সিগারেট, তামাক এবং এই জাতীয় পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি ধার্য করা হবে। তবে বিড়ির ক্ষেত্রে জিএসটি-র হার থাকবে ১৮ শতাংশ। এই নির্ধারিত করের পাশাপাশি, পান মশলার ওপর ‘স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস’ এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চাপানো হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক চিবানোর তামাক, জর্দা এবং গুটখা প্যাকিং মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ ও শুল্ক আদায় সংক্রান্ত ২০২৬ সালের নতুন নিয়মাবলিও ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর মাসে সংসদে পানমশলা উৎপাদনের ওপর নতুন স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস এবং তামাকের ওপর আবগারি শুল্ক আরোপের অনুমতি দিয়ে দুটি বিল অনুমোদন করা হয়েছিল। সেই আইনগুলি কার্যকরের তারিখ হিসেবে ১ ফেব্রুয়ারিকে নির্দিষ্ট করেছে কেন্দ্র। এর ফলে বর্তমানের জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস ব্যবস্থাটি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং নতুন এই শুল্ক কাঠামো কার্যকর হবে।

বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে তীব্র সমালোচনায় পিছু হটল লোকপাল

নয়াদিল্লি: তীব্র সমালোচনার চাপে দুর্নীতিবিরোধী লোকপাল সংস্থা প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সাতটি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি কেনার বিতর্কিত দরপত্র বাতিল করতে বাধ্য হল। এই বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দরপত্রটি আহ্বানের দু-মাস পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকপালের এই ব্যয়বহুল গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের তীব্র সমালোচনার মুখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। যদিও, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লোকপালের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এই সংগ্রহের প্রস্তাব বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ ডিসেম্বর একটি সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

এর আগে, গত বছরের ১৬ অক্টোবর লোকপালের পক্ষ থেকে সাতটি ‘বিএমডব্লিউ ৩ সিরিজ ৩৩০ এলআই’ গাড়ি সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। বর্তমানে বিচারপতি এ এম খানউইলকরের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ছ’জন সদস্যের ব্যবহারের জন্য এই গাড়িগুলো কেনার কথা ছিল। দুর্নীতিবিরোধী সরকারি সংস্থা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কীভাবে এরকম বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে বিপুল টাকা খরচ করতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।

উল্লেখ্য, লোকপাল একজন চেয়ারম্যান এবং সর্বোচ্চ আটজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। দরপত্রে নির্দিষ্টভাবে সাদা রঙের ‘এম স্পোর্ট’ মডেলের লম্বা হুইলবেসযুক্ত বিএমডব্লিউ গাড়ির চাহিদা দেওয়া হয়েছিল, যার দিল্লির বাজারমূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। লোকপালের মতো একটি সংস্থার এই বিলাসবহুল গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়। বিরোধী নেতারা লোকপালকে বিদ্রুপ করে ‘শৌখিন পাল’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এই দরপত্র বাতিল করে ভারতের তৈরি বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনা উচিত। দরপত্র অনুযায়ী, গাড়িগুলো চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে গাড়ির কন্ট্রোল ইউনিট, সেফটি সিস্টেম এবং জরুরি অবস্থার মোকাবিলা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ছিল। তবে ব্যাপক জনরোষ এবং সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত এই বিলাসবহুল গাড়ির ক্রয়-প্রক্রিয়া থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হল দেশের দুর্নীতিবিরোধী নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

দেশ বিদেশ

3 January, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল ইরান। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। সেই আবহে ইরানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এই পরিস্থিতিতে চুপ থাকবে না আমেরিকা

জনস্বার্থে বাংলার প্রকল্পগুলিই দেশে সেরা, মত কেন্দ্রীয় আমলাদের

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

একগুচ্ছ কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করে একের পর এক রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জেতার পুরনো ছক কাজে লাগবে না বাংলায়। হরিয়ানা, বিহার, মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তা করা সম্ভব হবে না। মিথ্যে প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করে বাংলার ভোটে কল্কে পাওয়া যাবে না। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলারা। তাই মরিয়া হয়ে বিকল্প খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা তাঁরা।

কেন তাদের এই পরিস্থিতি ? দিল্লিতে অর্থমন্ত্রক সূত্রের দাবি, সংসদে আগামী আর্থিক বছরের সাধারণ বাজেট পেশের চার সপ্তাহ আগে বাংলার ভোটারদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে জনমোহিনী প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় আমলারা। বাংলায় গত দেড় দশক ধরে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের জন্য কল্যাণমুখী, জনদরদি সরকারি প্রকল্প রূপায়ণ করেছেন, যেভাবে তাদের পাশে থেকেছে তৃণমূল সরকার, তার বিবরণ খতিয়ে দেখার পরে এই সব প্রকল্পকে টপকে গিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প কীভাবে ঘোষণা করা হবে, ভাবতে গিয়েই পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অর্থমন্ত্রকের আমলারা। বাংলার স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, মহাত্মাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পকে নকল করে বিভিন্ন রাজ্যের ভোটে জিততে চায় বিজেপি। এরপরে কীভাবে বাংলার প্রকল্পগুলির গুরুত্ব ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকেই। এদিকে, বিজেপির শীর্ষস্তর থেকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের মতো বাংলার জন্যও আগামী বাজেটে একগুচ্ছ চটকদার কার্যত অলীক-অবাস্তব প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করার জন্য। এই টানাপোড়েনের মাঝেই অর্থমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আমলাদের একাংশ জনান্তিকে স্বীকার করে নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপায়িত জনদরদি, কার্যকরী এক গুচ্ছ প্রকল্পকে টেক্কা দেওয়া কার্যত অসম্ভব। এই প্রসঙ্গেই তাদের একাংশের অভিমত, কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করে বিধানসভা ভোটের আগে বাংলার মানুষের মন পাওয়া কোনওমতেই সম্ভব হবে না।

জম্মু-কাশ্মীরে বারামুল্লার ইকোপার্কের কাছে হঠাৎ ভূমিধসের বিপর্যয়। এর ফলে বারামুল্লা-উরি জাতীয় সড়ক কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

নিগ্রহের নিন্দায়

নয়াদিল্লি: বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বড়দিন ও নতুন বছরের উৎসবের আবহে যখন একের পর এক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে, ঠিক সেই সময় কলকাতায় সম্প্রীতির উজ্জ্বল ছবি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঢল। নির্মল খুশির উৎসবে সবাই মেতেছে প্রাণখোলা আনন্দে। এই শহরে কোনও ভয়, ভীতি বা বিদ্বেষের ছবি নেই। নেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন। বাংলার সঙ্গে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির বৈপরীত্য তুলে ধরে শুক্রবার মোদি সরকারকে তীব্র নিশানা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে খ্রিস্টান নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে, তা আমাদের পরিচিত খ্রিস্টমাসকে তুলে ধরে না। এই সব রাজ্যে রাস্তার ধারে সান্তাক্লজের টুপি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারীদের হেনস্থা করা হয়েছে। শপিং মলে খ্রিস্টমাস-ট্রি ভেঙে ফেলা হয়েছে। টুপি পরিহিতদের মারধর করা হয়েছে। নববর্ষের জন্য তৈরি করা সাজসজ্জা ভাঙচুর করা হয়েছে। উপাসনার সময়ে বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডেরেক তুলে ধরেছেন গুজরাতের বাসিন্দা ও মানবাধিকার কর্মী ফাদার সেড্রিক প্রকাশের উক্তি। ফাদার সেড্রিক বলেছেন, ভারতে আজ খ্রিস্টানদের সঙ্গে যা ঘটছে, তা পুরোপুরি অসাংবিধানিক। এগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজে দাবি করেন সব কিছু ঠিক আছে। বড়দিনে গির্জায় গিয়ে ছবি তোলেন। তারপরেও ধর্মীয় উৎসবের দিনে সংখ্যালঘু আক্রমণের নিন্দা করেন না তিনি। এটা চূড়ান্ত ভণ্ডামি।

ছাব্বিশে চাই ৩১-এ ৩১

(প্রথম পাতার পর)

অভিষেক বলেন, এসআইআর করার পরও তৃণমূলের আসন সংখ্যা বাড়বে। বিজেপি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বলেছেন 'সুনার বাংলা' গড়বেন। তবে সোনার ত্রিপুরা-সোনার অসম হচ্ছে না কেন? উত্তরপ্রদেশে জল খেতে গিয়ে ১১ জন মারা গেল! দেশে ৪,১২৪টি বিধানসভা রয়েছে। এর মধ্যে গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশে হিসেব করলে ৫ হাজার চাকরিও দিয়েছে বিজেপি? অথচ দু'কোটি চাকরির কথা বলেছিল! প্রমাণ দেখাতে পারলে রাজনীত ছেড়ে দেব।

এদিন র‍্যাম্প তিনজন 'ভূত'কে দেখান অভিষেক। কারণ নির্বাচন কমিশনের নথিতে এঁরা তিনজনই 'মৃত'। এদিন সকলের সামনে মেটিয়াবুরুজের মনিরুল মোল্লা, হরেকৃষ্ণ গিরি এবং কাকদ্বীপের মায়া দাসকে মঞ্চে তুলে কমিশনের ষড়যন্ত্র ও কাজের নমুনা পেশ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এঁদের মৃত ঘোষণা করেছে! এরকম ২৪ জন আছে এই জেলায় যাঁদের মৃত ঘোষণা করেছে।

এই তো ওদের চক্রান্ত। জ্ঞানেশ কুমার তৈরি থাকো, দিল্লিতে তৃণমূল যাবে। আজ রাস্তার দু'পাশে যা লোক ছিল তার এক-তৃতীয়াংশ লোক গেলে জ্ঞানেশ কুমার ভেসে যাবে। এদিন ফুলমালা দেবী বলে একজন আত্মহত্যা করেছেন— তাঁকে ডাকা হয়েছিল। বিজেপির শত্রুতা থাকলে আপনি আমাকে ডাকুন। তৃণমূল নেতাদের ডাকুন। সাধারণ মানুষকে কোন সাহসে ডাকছেন! ১০ বছর আগে নোটবন্দি। আবার এখন এসআইআর! আপনারা আরও একবার লাইনে দাঁড়াবেন এমন ভাবে বোতাম টিপবেন বিজেপিকে বাংলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আনম্যাপ করে দেবেন।

মঞ্চে অডিও ক্লিপ শুনিয়ে অভিষেক বলেন, বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশি-পাকিস্তানি বলছেন। শুনুন অডিও। এরা বাংলাদেশ নিয়ে বড় বড় কথা বলে। চমকায়। এই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছে ইউনূসের সরকার ভাল চলছে! শুনুন অডিও। দিপু দাসকে হত্যা করেছে। এরা তাদের সাপোর্ট করছে।

অভিষেক ব্যাখ্যা করেন কেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে এই নয়া অভিযান শুরু করছেন! তিনি বলেন, এক মাস ধরে ঘুরব। মানুষের পাশে দাঁড়াব। যাতে মানুষের অসুবিধে না হয়। আপনারা মাঠে-ময়দানে লড়াই করবেন আমিও সহকর্মী হিসেবে সঙ্গে থাকব। কেন প্রথম মিটিং এই জেলা থেকে শুরু করছি? কারণ, আমরা যখন বড় কাজে যাই মা-বাবার আশীর্বাদ নিই। কালীঘাটে আমার জন্ম হলেও এই জেলা আমার কর্মভূমি। এখানেই যেন মৃত্যু হয়। বাকি বাংলা আমি বুঝে নেব। আপনারা এই জেলা দেখবেন। ২০০৮ সালে পরিবর্তনের চাকা এই জেলা ঘুরিয়েছিল। তৃণমূলের আসন ও ভোট শতাংশ একুশের থেকে বাড়বে। আপনাদের কথা দিতে হবে। এদিন বালুরঘাটের অসিত সরকার ও বিজেপির বুথ সভাপতি গৌতম বর্মনের কথা উল্লেখ করে বলেন, মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে এই দু'জন বাংলা বলায় জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অথচ সাংসদ হিসেবে বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলেও কিছুই করেনি। আমরা লড়াই করে ওদের নিয়ে এসে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। যারা নিজেদের বুথ সভাপতিকে রক্ষা করতে পারে না তারা বাংলা রক্ষা করবে! তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের।

বর্ণবিদ্বেষী হামলাকে 'ঘৃণা অপরাধ' ঘোষণার দাবি উঠল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি: উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগরিকদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য এবং সহিংসতাকে একটি পৃথক 'ঘৃণা অপরাধ' (হেট ক্রাইম) হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। দেরাদুনে ত্রিপুরার এক ছাত্রের ওপর বর্ণবিদ্বেষী হামলার পর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইনজীবী অনুপ প্রকাশ অবাস্তি কর্তৃক দাখিল করা এই আবেদনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠন, স্থায়ী নোডাল এজেন্সি স্থাপন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্ণবৈষম্য বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি চালু করার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, এই বিষয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত

অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশিকা জারিরও আবেদন জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতের কাছে।

আবেদনকারীর যুক্তি অনুযায়ী, এই ধরনের ঘটনাগুলি উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের ওপর চলা ধারাবাহিক বর্ণবিদ্বেষী আচরণেরই প্রতিফলন। তাই এই ঘটনাগুলিকে আইনিভাবে 'ঘৃণা অপরাধ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এগুলো প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। মূলত ত্রিপুরার বাসিন্দা এবং এমবিএ চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র আঞ্জেল চাকমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনে একদল যুবকের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর টানা ১৭ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আঞ্জেল। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। আঞ্জেলের বাবা মণিপুরে কর্মরত বিএসএফ জওয়ান। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার দিন আঞ্জেলের ছোট ভাইকে একদল যুবক 'চিনা' বলে কটূক্তি ও বর্ণবিদ্বেষী গালিগালাজ করছিল। আঞ্জেল এর প্রতিবাদ করে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিলে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়।

অভিষেকের সঙ্গে র‍্যাম্পে তিন

(প্রথম পাতার পর)

ভূত দেখাব বলে র‍্যাম্প করেছি। তারপরেই তিনজনকে মঞ্চে ডাকেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। পরিচয় করিয়ে দেন তাঁদের। হরেকৃষ্ণ গিরি, মায়া দাস ও মনিরুল ইসলাম মোল্লাদের দেখিয়ে অভিষেক জানান, খসড়া ভোটার তালিকায় এঁদের মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু এই তিনজনই নন, এমন ২৪ জন জীবিতকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে খসড়া তালিকায়। অভিষেকের এই ভূত প্রদর্শনের পরই নড়েচড়ে বসেছে কমিশন। কমিশন এ-ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করেছে। কেন এই ধরনের ভ্রান্তি, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। এদিন অভিষেক জানান, এই যে তিনজনকে দেখছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা। আর একজন কাকদ্বীপের। নির্বাচন কমিশন এঁদের মৃত ঘোষণা করেছে। এঁদের মতো আরও ২৪ জন রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, যাঁদের মৃত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ দেখুন, এবার সবাই জীবিত! তাহলে কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, এঁরা সবাই ভূত! আমি তাই এই 'ভূত'দের ডেকে হাঁটালাম র‍্যাম্পে। এর পরেই কেন্দ্র ও কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে অভিষেকের নিশানা, আমরা একজনের নামও কাটতে দেব না। আগামী দিনে তৃণমূল দিল্লিতে যাবে। ভ্যানিশ কুমাররা তৈরি থাকুন— জ্ঞানেশ কুমার, অমিত শাহ সবাই ভোটের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবেন।

১৬-১৮ জানুয়ারি একতারা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি

মনস্তাত্ত্বিক দুটি থ্রিলার

দুটি ওয়েব সিরিজ। 'রঙ্কিণী ভবন' এবং 'কাটাকুটি ২'। মুক্তি পেয়েছে প্রথমটি। জমে উঠেছে। দ্বিতীয়টির শ্যুটিং চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি। মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার দুটির উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

রঙ্কিণী ভবন

বিষ দেওয়া হয়েছে যূথিকাকে। যূথিকা সুপ্রাচীন এক জমিদার বাড়ির গৃহবধূ। তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। নববধূ সে। মিষ্টিমুখের মেয়ে। কী তার অপরাধ? শ্বশুরবাড়িতে কেন দেখা দিয়েছে তার প্রাণ সংশয়? প্রশ্ন ছড়ায় গোড়া থেকেই। বিয়ের পর যূথিকা নতুন বাড়িতে পা দিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পরিবারের এক প্রৌঢ়। নববধূর আগমনের কারণেই কি এই মৃত্যুর ঘটনা, নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? যূথিকার উপস্থিতি কি অশুভ মনে করে পরিবারটি? খোঁজা চলে উত্তর। এই বাড়ির ইতিহাস যেন এক অন্ধকার গহ্বর, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জমে আছে ভয়, গোপন রীতি আর অশরীরী-আতঙ্ক। যূথিকার চোখ দিয়েই দর্শক আবিষ্কার করবেন এক অজানা, রহস্যময় জগৎ। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে গভীর রহস্যের জাল। একটু একটু করে মুছতে থাকবে ঘন কুয়াশা। ফুটতে থাকবে আলো। সামনে আসবে সত্য। চলার পথে বারবার অঙ্ক ভুল হতে থাকে। শেষপর্যন্ত মিলবে না হিসেবনিকেশ। সমস্ত 'মনে হওয়া' উড়ে যাবে ঝড়ের হাওয়ায়। যে সত্য সামনে আসবে, তার জন্য থাকবে না মানসিক প্রস্তুতি। কিন্তু বাস্তবকে যে মানতেই হবে। এইসব নিয়েই জমে উঠেছে জি ফাইভ বাংলার অরিজিনাল সিরিজ 'রঙ্কিণী ভবন'। এক নিঃসঙ্গ, প্রাচীন জমিদার বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। মুক্তি পেয়েছে ২৫ ডিসেম্বর। এই মুহূর্তে দর্শকদের কৌতূহলের কেন্দ্রে।

পরিচালক অভ্রজিৎ সেন নয়ের দশকের বাংলার শহরতলির গ্রামাঞ্চলের পরিবেশগত পটভূমিতে বুনেছেন এই মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার। কুসংস্কার, ধর্মীয় ভয় এবং প্রজন্মের গোপন রহস্যে পরিপূর্ণ সিরিজটি দর্শকদের রঙ্কিণী দেবীর ভূতুড়ে জগতে নিয়ে যায়। একজন রহস্যময় স্থানীয় দেবী, যাঁর কথা খুব কমই বলা হয়, কিন্তু বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি ভেঙে পড়া জমিদারির জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

যূথিকা চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন শ্যামপ্তি মুদলি। তাঁর স্বামী আদিত্যনাথ চরিত্রে গৌরব রায় চৌধুরীর অভিনয়ও মনে রাখার মতো। দুজনেই প্রথমবার জুটি বাঁধলেন। এই সিরিজের মাধ্যমে তাঁরা পা রাখলেন ওটিটি-তে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিদীপ্তা চক্রবর্তী। পদ্মাবতী চরিত্রে তাঁর অভিনয়ে রঙ্কিণী পরিবারের আবেগের স্তরগুলোকে আরও গভীরতা দিয়েছে। পুলিশ অফিসার মানস মাহাতোর চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায়। এ-ছাড়াও রয়েছেন আভেরি সিংহ রায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, ঈশানী সেনগুপ্ত। এই শক্তিশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে গভীর রহস্যে মোড়া, আবেগে ভরপুর এক আলোকালো জগৎ। সিরিজটি দেখার মতো।

রাজা চন্দ পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'কাটাকুটি'। সাড়া জাগিয়েছিল। জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যথেষ্ট। আর সেই জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই তৈরি হচ্ছে ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় অধ্যায় 'কাটাকুটি ২'। এই মুহূর্তে জোরকদমে চলছে শ্যুটিং। জানা গেছে, একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার নিয়ে এগিয়ে যাবে গল্প। প্রযোজনা করছে রাজা চন্দ ফিল্মস। মূল গল্প রম্বাসের। চিত্রনাট্যের দায়িত্বে রয়েছেন রুদ্রদীপ চন্দ।

শুরুতে দেখানো হবে সমীর মণ্ডলের জেলমুক্তি। তিনি তাঁর ছাত্রী নন্দিনী গুপ্তকে খুনের অভিযোগে দীর্ঘ সাত বছর বন্দি ছিলেন। আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দিলেও, সমাজ এবং তাঁর নিজের পরিবার

কাটাকুটি ২

তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে, সমীরের স্ত্রী সুষমা এখন সমীরেরই বন্ধু অশোকের বিবাহিতা স্ত্রী। সমীরের মেয়ে তুলি অশোককেই নিজের বাবা বলে জানে।

অন্যদিকে, সাংবাদিক রাকা ও তাঁর সহকর্মী টিনটিন মনে করেন, সমীর মণ্ডল নির্দোষ। তাঁরা ওই ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে নিজেদের মতো করে একটি তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নেমে খোঁজ পান সুন্দরবনের হাজিডিঙ্গা গ্রামের বিন্তি নামক এক কিশোরীর পুরনো খুনের মামলার।

এই বিন্তির খুনের মামলার সঙ্গে রয়েছে নন্দিনী খুনের অদ্ভুত মিল। দুজনেই ছিলেন বাঁ-হাতি শিল্পী। তাঁরা পায়ে রুপোর নুপুর পরতেন। তদন্তের সূত্র ধরে উঠে আসে ধ্রুবজ্যোতি মিত্র ওরফে রঙিন-এর নাম। ধ্রুবজ্যোতি একজন আর্ট টিচার। তাঁর শৈশব কেটেছে বুল্টি নামক এক মহিলার হাতে চরম নির্যাতনের মধ্যে। সেই পুরনো ট্রমা থেকেই ধ্রুবজ্যোতি সেইসব তরুণী শিল্পীকে টার্গেট করেন, যাদের মধ্যে তিনি বুল্টির ছায়া দেখতে পান। শেষপর্যন্ত কী হবে, জানতে হলে চোখ রাখতে হবে ওয়েব সিরিজে। গল্প আপাতদৃষ্টিতে জলের মতো মনে হয়। তবে এর জাল ছড়ানো রয়েছে সুদূরে।

'কাটাকুটি'র প্রথম সিজনে অভিনয় করেছিলেন সৌরভ দাস, মানসী সেনগুপ্ত, দেবতনু, পিয়ান সরকার, অভিজিৎ গুহ প্রমুখ। এই সিজনে বদলে যাচ্ছে আগের সিজনের মুখেরা। দেখা যাবে একেবারে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। সমীর মণ্ডলের চরিত্রে অভিনয় করছেন সুব্রত দত্ত। সাংবাদিক রাকার চরিত্র ফুটিয়ে তুলছেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সহকারী, টিনটিনের চরিত্রে থাকছেন পৃষান দাশগুপ্ত। এছাড়াও আছেন শাওন চক্রবর্তী, শুভজিত দত্ত, শ্রীজা ভট্টাচার্য, রানা বসু ঠাকুর, জয়তী চক্রবর্তী, আলকারিয়া হাশমি ও অলকনন্দা রায় প্রমুখ। সিরিজটি দেখা যাবে ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হেলমেটে প্যালেস্টাইনের পতাকা, জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেটার ফুরকান ভাটকে তলব পুলিশের

মেয়েদের কোচ হলেন মারিন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : টোকিও অলিম্পিকে তাঁর কোচিংয়েই ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছিল ভারতের মহিলা হকি দল। ৪০ বছর পর অলিম্পিকে মাত্র তৃতীয়বার অংশগ্রহণ করে টোকিওতে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করে ভারতের মেয়েরা। রানি রামপালরা চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন সে বারের অলিম্পিকে। কোচের ভূমিকায় ছিলেন নেদারল্যান্ডসের সোজার্ড মারিন। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সফল ডাচ কোচকেই ফিরিয়ে আনল হকি ইন্ডিয়া। গত মাসেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সবিতা, মুমতাজদের কোচের দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন হরেন্দ্র সিং। তাঁর জায়গায় ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচের ভূমিকায় ফের দেখা যাবে মারিনকে। তাঁর সহকারী হিসেবে থাকছেন মাতিয়াস ভিলা। আর্জেন্টিনার প্রাক্তন মিডফিল্ডার দু'টি অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। নতুন কোচের সঙ্গে থাকবেন আরও কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ। ২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা হকি দলকে কোচিং করিয়েছেন মারিন। তাঁর প্রশিক্ষণেই এফআইএইচ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে উঠে আসে ভারত। উচ্ছ্বসিত মারিন বলেছেন, ভারতে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ভারতীয় দলকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

বিশ্বকাপের আগে মেসির দেশের ফুটবলে ডামাডোল

বুয়েনোস আইরেস, ২ জানুয়ারি : ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর সাড়ে পাঁচ মাস আগে চরম ডামাডোল লিওনেল মেসির দেশের ফুটবলে। কর ফাঁকি এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে। এই বিতর্ক গতবারের বিশ্বকাপজয়ী মেসিদের পারফরম্যান্সেও প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রাক্তন ফুটবল তারকা কার্লোস তেভেজ সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। তখনই এই আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের শহরতলি পিলার অঞ্চলের একটি বাড়িতে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার এক কর্তার সন্দেহজনক গতিবিধি। তেভেজের অভিযোগ, ওই ফুটবল কর্তা মাটিতে একটি টাকা ভর্তি ব্যাগ পুঁতে রাখছিলেন! সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের দাবি তুলেছিল আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক দলগুলো। সেই প্রেক্ষিতেই এবার তদন্ত শুরু করল পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শহরতলির ওই বাড়ি ফুটবল কর্তাদের আর্থিক দুর্নীতির আখড়া। এর সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু ক্লাবও। ম্যাচ গড়াপেটার আর্থিক লেনদেন থেকে যাবতীয় তছরুপের কাজ হয় ওই বাড়িতে। তদন্তকারীদের তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একাধিক নথিও। একটি হেলিপোর্ট, আস্তাবল ছাড়াও বিলাসবহুল ৫৪টি গাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

গত সপ্তাহেই আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছিল। এবার এই নতুন আর্থিক কেলেঙ্কারি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই সব বেআইনি অর্থ এবং সম্পত্তি ফুটবল সংস্থার সভাপতি চিকি তাপিয়া ও কোষাধ্যক্ষ পাবলো টোভিগিনোর আর্থিক দুর্নীতির অংশ।

জাতীয় দলকে নিষিদ্ধ করল গ্যাবন সরকার

লিব্রেভিল, ২ জানুয়ারি : অভূতপূর্ব ঘটনা! আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে ভরাডুবি হয়েছে গ্যাবনের। গ্রুপ পর্বের সব ক'টি ম্যাচই হেরেছে তারা। পয়েন্ট তালিকার সবার নীচে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে। আর এই খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য গোটা জাতীয় ফুটবল দলকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিষিদ্ধ করল গ্যাবন সরকার। দলের কোচ থিয়েরি মৌউওমা-সহ পুরো কোচিং স্টাফ এবং অধিনায়ক পিয়ের-এমেরিক আউবামেয়াং ও অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার একুয়েলে মাঙ্গাকেও জাতীয় দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

গ্যাবনের ক্রীড়ামন্ত্রী সিম্পলিস-ডিজায়ার মামবৌলা সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে জঘন্য পারফরম্যান্স করেছে জাতীয় ফুটবল দল। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোচিং স্টাফ, অধিনায়ক আউবামেয়াং ও ডিফেন্ডার মাঙ্গাকে ছেঁটে ফেলার। এ ছাড়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় ফুটবল দলকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে ফিফার নির্বাসনের মুখে পড়তে পারে গ্যাবন ফুটবল ফেডারেশন। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ডামাডোল আফ্রিকার এই দেশের ফুটবলে। আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসে গ্রুপের প্রথম দু'টি ম্যাচে ক্যামেরুন ও মোজাম্বিকের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল গ্যাবন। আশা ছিল, গ্রুপের শেষ ম্যাচে আইভরি কোস্টকে হারিয়ে কিছুটা হলেও সম্মান বাঁচানের গ্যাবনের ফুটবলাররা। কিন্তু সেই ম্যাচেও ২-৩ গোলে হেরে যায় গ্যাবন। ওই ম্যাচ আবার না খেলেই ক্লাবে ফিরে গিয়েছিলেন আউবামেয়াং ও মাঙ্গা। তাই তাঁদের ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

বিপক্ষ ডিফেন্ডারের সঙ্গে বল দখলের লড়াই হালান্ডের।

বছরের শুরুতেই হোঁচট ম্যান সিটি-লিভারপুলের

লন্ডন, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুটা ভাল হল না গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। প্রিমিয়ার লিগে সান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ম্যান সিটি। অন্যদিকে, লিভারপুল বনাম লিডস ইউনাইটেডের ম্যাচও শেষ হয়েছে গোলশূন্য ভাবে। শুধু তাই নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রিমিয়ার লিগে যে চারটি ম্যাচ হয়েছে, তার মধ্যে তিনটিই গোলশূন্য ড্র হয়েছে। অন্য ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেস ও ফুলহ্যাম ১-১ ড্র করেছে। অর্থাৎ চারটি ম্যাচের একটিতেও ফলাফল হয়নি!

পরিসংখ্যান বলছে, প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল, যেখানে একই দিনের চার ম্যাচে মাত্র দু'টি গোল হয়েছে। এমন ঘটনা প্রথমবার ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ২৯ এপ্রিলে। এছাড়া চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটেই গোলশূন্য ড্র, এমন ঘটনাও প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ঘটেছিল ২০১০ সালের ১১ এপ্রিলে।

সান্ডারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে ম্যান সিটি। কিন্তু আর্লিং হালান্ড, বের্নার্দো সিলভারা প্রাধান্য রেখেও কাজের কাজটি করতে পারেননি। জিততে পারলে, শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দুইয়ে কমিয়ে আনতে পারত ম্যান সিটি। কিন্তু সেটা হল না। ১৯ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট পাওয়া আর্সেনালের সঙ্গে সিটির (১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট) ব্যবধান আপাতত ৫ পয়েন্টের। একই ঘটনা ঘটেছে লিভারপুল বনাম লিডস ম্যাচেও। ৬৬ শতাংশ বলের দখল এবং গোটা ম্যাচে বিপক্ষ গোল লক্ষ্য করে ১৬টি শট নিয়েও গোল করতে পারেনি লিভারপুল। তবে ম্যাচটা ড্র করলেও, চলতি মরশুমে টানা ৮ ম্যাচ অপরাজিত রইল আর্নে স্লটের দল। ১৯ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ তালিকার চারে রইল লিভারপুল।

৪৫-এর ভেনাস ফের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

মেলবোর্ন, ২ জানুয়ারি : গত মাসেই বিয়ে করেছেন। সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন ৪৫ বছরের ভেনাস উইলিয়ামস আবার কোর্টে ফিরছেন। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকরা ওয়াইল্ড কার্ড দিয়েছেন পাঁচবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভেনাসকে। ২০২১ সালে শেষবার খেলেছিলেন মেলবোর্ন পার্কে। পাঁচ বছর পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মার্কিন টেনিস তারকার। তিনিই হবেন প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বেশি বয়সের মহিলা প্রতিযোগী। ভেনাস ভেঙে দেবেন জাপানের কিমিকো ডেটের নজির। তিনি ২০১৫ সালে ৪৪ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলেছিলেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু।

ভেনাস কখনও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। ২০০৩ এবং ২০১৭ সালে ফাইনালে উঠলেও ট্রফি হাতছাড়া হয়। তবে চারবার এখানে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শেষবার সেরা হয়েছেন বোন সেরেনার সঙ্গে জুটি বেঁধে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতি হিসেবে আগামী সপ্তাহে অকল্যান্ড ক্লাসিকে খেলবেন ভেনাস। ১৬ মাসের বিরতির পর গত বছর ইউএস ওপেনে খেলেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিরতে পেরে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি ভেনাস। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর খেলোয়াড় বলেছেন, আবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। টুর্নামেন্টে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আমার দারুণ সব স্মৃতি রয়েছে। আবার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আয়োজকদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই সুযোগটা আমার টেনিসজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন স্বদেশী কোকো গফ বলেছেন, খেলার মাঠে কিংবদন্তি ভেনাস। তাঁকে আবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে দেখার অনুভূতিই আলাদা হবে।

ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের শীর্ষ অ্যান্টি ডোপিং টেস্টের জন্য নাম নথিভুক্ত করলেন নীরজ চোপড়া

ফিফাকে আর্জি সুনীলদের টেন্ডার প্রকাশের তোড়জোড়

প্রতিবেদন : জানুয়ারি মাসে ভরা ফুটবল মরশুম। এই সময় ভারতীয় ফুটবলাররা থাকতেন মাঠে। আইএসএলের ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার হত টেলিভিশনে। এবারও তাঁরা রয়েছেন, তবে মাঠে নয়, সমাজমাধ্যমে ভিডিও ক্লিপিংসে। পায়ে ফুটবলের পরিবর্তে ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচানোর ভিডিও বার্তা নিয়ে হাজির সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গান, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হুগো বুমোস, রাহুল ভেকেরা।

ফিফার হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে ভারতে লিগ শুরুর আকুল আর্তি ভারতীয় তারকাদের। ভিডিওটি ট্যাগ করা হয়েছে ফিফা, ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিফপ্রো এবং ভারতীয় ফুটবলারদের সংস্থা এফপিএআই-কে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সুনীল বলছেন, খেলোয়াড়, স্টাফ, মালিক এবং সমর্থকরা চায় স্বচ্ছতা। প্রত্যেকে চায় নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের সুরক্ষা। দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন ক্লাবে খেলা ফরাসি ফুটবলার বুমোসের আর্জি, ফিফার কাছে আমাদের আবেদন, ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচান। সন্দেশের বার্তা, আমরা ভীত, আতঙ্কিত। একইসঙ্গে আমরা মরিয়া মাঠে নামার জন্য। দেশের ফুটবলের সংকটের সময়ে প্রীতম কোটাল, অমরিন্দর সিং, রাহুল ভেকেরা বলছেন, আমরা ভারতীয় ফুটবলাররা স্থায়ী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা মানবিক ও আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছি। সর্বোচ্চ স্তর থেকে ভারতীয় ফুটবলের সংকটমোচনে হস্তক্ষেপের আবেদন করছি।

দেশের তারকা ফুটবলারদের আর্তির মধ্যেই আশার আলো দেখার আশায় প্রহর গুনছেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। ক্লাব জোটের দাবি মেনে এআইএফএফ দীর্ঘমেয়াদি টেন্ডার ডাকার তোরজোড় শুরু করেছে বলেই জানা গিয়েছে। দ্রুত টেন্ডার প্রকাশ করে বাণিজ্যিক পার্টনার আনার রাস্তা মসৃণ করা হবে। একমাত্র লিগের প্রস্তাবিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি টেন্ডার ডাকলেই এফএসডিএলকে তাতে অংশগ্রহণে রাজি করানো সম্ভব হবে। দীর্ঘমেয়াদি টেন্ডার ছাড়া কোনওভাবেই এফএসডিএল এগিয়ে আসবে না। দীর্ঘমেয়াদি শর্তে তারা রাজি হলেই এবারের মতো অন্তর্বর্তী ফরম্যাটে যেভাবে হোক লিগ চালিয়ে দিতে পারে এফএসডিএল। সুপ্রিম কোর্ট ছুটির পর খুলছে সোমবার। আগামী কয়েকটি দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ফুটবলের জন্য। সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েই টেন্ডার প্রকাশ করতে চায় ফেডারেশন। শুক্রবার তিন সদস্যের বিশেষ কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে ফেডারেশনে।

সুদর্শনের চোট

বেঙ্গালুরু : বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে গিয়ে পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরেছে সাই সুদর্শনের। আপাতত তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। তামিলনাড়ুর হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলার সময় এই চোট পান বাঁ হাতি ব্যাটার। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে প্রায় ছ'সপ্তাহ সময় লেগে যাবে তাঁর। আপাতত সুদর্শনের শরীরের নীচের অংশ সচল রাখার কাজ করছেন চিকিৎসকরা। পাঁজর বা তার আশপাশের জায়গায় যাতে কোনও চাপ না লাগে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। আপাতত দিন দশেক এভাবেই থাকতে হবে। তার রিহ্যাব শুরু করবেন ভারতের হয়ে ছ'টি টেস্ট এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলা সুদর্শন।

পুণেতে বৈভবরা

জয়পুর : আইপিএলে জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে এবার হয়তো বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং ঝড় দেখা যাবে না। রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অভ্যন্তরীণ সমস্যার জেরে নিজেদের অধিকাংশ হোম ম্যাচ পুণেতে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে খেলতে পারে রাজস্থান রয়্যালস। তবে দু'টি হোম ম্যাচ যশস্বী জয়সওয়ালরা খেলতে পারেন গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। ২০০৮ সাল থেকে জয়পুরই রাজস্থানের ঘরের মাঠ। ১৬ বছর পর গোলাপি শহর ছাড়তে পারে প্রথম প্রথম আইপিএলের চ্যাম্পিয়নরা। নেপথ্যে, গত দু'বছর ধরে চলতে থাকা রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থায় প্রশাসনিক জট। সংস্থার দায়িত্বে থাকা রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া অ্যাড হক কমিটিকে মান্যতা দেয়নি বিসিসিআই।

মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ ওয়ান ডে ট্রফি এলিট খেতাব দখলে রাখার অভিযান দারুণভাবে শুরু করল বাংলা। শুক্রবার বিহারকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে ৩০.১ ওভারে মাত্র ৫৩ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল বিহার। স্নিগ্ধা বাগ ও অরিক্তা মান্না তিনটি করে উইকেট দখল করে। এরপর কোনও উইকেট না হারিয়ে ৬.৫ ওভারে ৫৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। শাইলা সেনাপতি ৩৪ ও স্নেহা মাহাতো ১৬ রানে অপরাজিত থাকে। বাংলার পরের ম্যাচ রবিবার, মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

পাঁচ গোলে জিতে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : মেয়েদের আই লিগে (আইডব্লুএল) অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল। টানা চার জয়ে শীর্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। শুক্রবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে শীর্ষে থাকা ওড়িশার ক্লাব নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে পাঁচ গোলে উড়িয়ে দিল 'মশাল গার্লস'। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে খেলার ফল ৫-০। লাল-হলুদের পাঁচ গোলদাতা সুলঞ্জনা রাউল, সৌম্যা গুগুলোথ, রেস্টি নানজিরি, ফাজিলা ইকওয়াপুট এবং নাওরেম প্রিয়ঙ্কা দেবী। টানা চার জয়ে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে সবার উপরে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম হারেই ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নামল নীতা এফএ। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠল সেতু এফসি।

গোল করেই চলেছেন ফাজিলা।

আগের ম্যাচে সেসাকে ৯ গোলে চূর্ণ করার পর এদিন নীতাকে ৫ গোল। দেশে মেয়েদের ফুটবলে সেরা নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গল। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা এবার চ্যাম্পিয়নের মতোই ছুটছে। ম্যাচের ৫ মিনিটেই ফাজিলার দারুণ পাসে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সুলঞ্জনা। ৪২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল। রেস্টির থ্রু ধরে ব্যবধান বাড়ান সৌম্যা।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিনটি গোল লাল-হলুদের। ৫১ মিনিটে বিপক্ষের সরিতার দুর্বল শট লাগে রেস্টির গায়ে। দূর থেকে শট নিয়ে বল জালে জড়ান রেস্টি। ৬৩ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের চতুর্থ গোলটি ফাজিলার। সতীর্থের সঙ্গে ওয়ান-টু-ওয়ান খেলে গোল করেন উগান্ডার দাপুটে ফরোয়ার্ড। এরপরও মশাল ঝড় থামেনি। নীতা এফএ-র পিয়ারির মতো স্ট্রাইকারকে খেলতে দেয়নি লাল-হলুদ রক্ষণ। খেলার শেষ লগ্নে পঞ্চম গোল করে প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক গেঁথে দেয় ইস্টবেঙ্গল। প্রিয়ঙ্কা দেবীর গোলে ৫-০। জমাট রক্ষণে ক্লিন-শিট রেখে আরও একটি দাপুটে জয় তুলে নেয় লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেড।

জয় বর্ধমানের, ড্র ব্যারেটোদের

প্রতিবেদন : জমে উঠেছে বেঙ্গল সুপার লিগ। শুক্রবার দু'টি ম্যাচ ছিল বিএসএলের। দিনের প্রথম খেলায় ঘরের মাঠে মালদা-মুর্শিদাবাদ রয়্যাল সিটির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। অন্যদিকে, বর্ধমান ব্লাস্টার্স লিগে শুরুর ধাক্কা সামলে টানা দ্বিতীয় জয় পেল। সন্দীপ নন্দীর বর্ধমান পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে হারাল কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। এই ম্যাচে বোলপুর স্টেডিয়ামে বর্ধমানের জয়ের নায়ক লতিফ কিয়েস্বা। তিনি জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন। মার্শালের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বীরভূম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে লতিফের জোড়া গোলে জয় নিশ্চিত করে বর্ধমান। তৃতীয় গোলটি করেন চিজোবা ক্রিস্টোফার। টানা দ্বিতীয় জয়েও ৭ নম্বরে বর্ধমান। হাওড়া-হুগলি ও রয়্যাল সিটির মধ্যে উত্তেজক ম্যাচে দু'দলের দুই ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। ড্র করে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাওড়া-হুগলি।

মুস্তাফিজুর বিতর্কের মধ্যেই সিরিজের সূচি

ঢাকা, ২ জানুয়ারি : ২০২৫ সালে বাংলাদেশের মাটিতে সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার সেই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আগামী ২৮ আগস্ট বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এরপর ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে। এরপর শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। যথাক্রমে ৯, ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর।

যদিও শেষ পর্যন্ত এই সফরও ভেস্তে যেতে পারে। গত কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। বাংলাদেশের তারকা বাঁ-হাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে গত মাসের মিনি নিলাম থেকে ৯.২০ কোটি টাকা দিয়ে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কিন্তু বাংলাদেশে যেভাবে ভারত বিদ্বেষী স্লোগান উঠেছে, তাতে সে দেশের ক্রিকেটারদের আইপিএল খেলার উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি জোরাল হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিসিসিআই-এর তরফে সরকারি বিবৃতি না এলেও সূত্রের খবর, মুস্তাফিজুর ইস্যুতে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে ভারতীয় বোর্ড।

এদিকে, অগাস্টে শ্রীলঙ্কার সফরের সময় একটি অতিরিক্ত টি-২০ ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে বিসিসিআই। এই ম্যাচ থেকে যে অর্থ আয় হবে, তার পুরোটাই দান করা হবে সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন এলাকার ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের কাজে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহর তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কার একটি বড় অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অসমকে সমীহ করছে বাংলা

নেটে প্রস্তুতি আকাশ দীপের।

প্রতিবেদন : বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করতে বাকি তিনটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ বাংলার কাছে। কারণ, গ্রুপ থেকে দুটো দলই যাবে নক আউটে। শনিবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের সামনে অসম। শেষ দু'টি ম্যাচ দাপটে জিতে নেট রান রেট বাড়িয়ে তিনে রয়েছে বাংলা। ৪ ম্যাচের মধ্যে ৩ জয়ে ১২ পয়েন্ট মহম্মদ শামিদের। অসম সমান ম্যাচে মাত্র একটিতে জিতলেও লড়াই করছে। তিনশোর উপর রান তুলছেন শিবশঙ্কর রায়রা। ফলে অসমকে সমীহ করছে বাংলা শিবির।

শনিবারের ম্যাচ সানোসারা মাঠেই। আগের ম্যাচে এখানেই জম্মু ও কাশ্মীরকে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৯ উইকেটে দুরন্ত জয় পেয়েছে বাংলা। শামি, মুকেশ ও আকাশ দীপের সামনে ধরাশায়ী হয় ভূস্বর্গের দলটি। বাকি বোলাররা কেউ বল করার সুযোগ পাননি। তরুণ লেগ স্পিনার রোহিত দাসের অভিষেক হলেও সেদিন বোলিং রান আপে যেতে পারেননি তিনি। ফলে আগের ম্যাচের দলটাই অসমের বিরুদ্ধে খেলতে পারে। প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রাখার ইঙ্গিত দিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। তিনি বললেন, সানোসারা মাঠের বাইশ গজ ব্যাটিং সহায়ক। কিন্তু সকালের দিকে পিচে মাঝে মধ্যে আদ্রতা থাকছে। আগের দিন আমাদের পেসাররা খুব ভাল বল করেছে। আগের ম্যাচে সবাই বেশি সুযোগ পায়নি। তাই একই দল খেলানো হতে পারে। তবে টসের আগে পিচ দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রতিপক্ষ অসম নিয়ে বাংলার কোচ বলেন, কোনও দলই ছোট নয়। ওরাও প্রায় সব ম্যাচে ৩০০ বা তার বেশি রান করছে। আমাদের সব ম্যাচ জিততে হবে।

মাঠে ময়দানে
3 January, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেলবোর্নে হারের পর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়াই চাপে, দাবি জ্যাক ক্রলির

গিলকে বুট উপহার হালান্ডের

আজ হয়তো একদিনের দল ঘোষণা

একফ্রেমে শুভমন ও হালান্ড।

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই চমক। এক ফ্রেমে শুভমন গিল ও আর্লিং হালান্ড! ক্রিকেট ও ফুটবল তারকার এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়।

শুভমন ও হালান্ডের স্পনসর বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা নাইকি। তাদের একটি অনুষ্ঠানের অংশ ছিল দুই তারকার এই সাক্ষাৎকার। সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা তাঁর সই করা একজোড়া ফুটবল বুট উপহার দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ককে। হালান্ডের কাছ থেকে উপহার পেয়ে দারুণ খুশি দেখাচ্ছিল শুভমনকে। প্রসঙ্গত, এর আগে দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ২০২৩ সালে এফএ কাপে সিটি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচ দেখতে বিরাট কোহলির সঙ্গে গিয়েছিলেন শুভমন। তখন এতিহাদ স্টেডিয়াম ঘুরে দেখার সময় তাঁদের সঙ্গে হালান্ড ও কেভিন ডি'ব্রুইনের দেখা হয়েছিল।

এদিকে, ২২ গজে ফিরতে চলেছেন শুভমন। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে পাঞ্জাবের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির দু'টি ম্যাচ খেলবেন তিনি। শনিবার সিকিম এবং ৬ জানুয়ারি গোয়ার বিরুদ্ধে। বোর্ড সূত্রের খবর, শনিবারই নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে। শ্রেয়স আইয়ারের ফিটনেস নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। ফলে নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাঁর মাঠে ফেরা অনিশ্চিত। তবে মহম্মদ শামির ঘোষিত দলে থাকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ পেসারের ধারাবাহিকতায় খুশি জাতীয় নির্বাচকরা। জসপ্রীত বুমরাকে কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে শামির মতো একজন অভিজ্ঞ পেসারের উপস্থিতিতে দল উপকৃত হবে বলেই মনে করছেন নির্বাচকেরা।

পাশাপাশি শুভমনের দলের ফেরাও কার্যত নিশ্চিত। তিনিই নেতৃত্ব দেবেন একদিনের সিরিজে। রবীন্দ্র জাদেজা ও কে এল রাহুলের দলে থাকাও নিশ্চিত। সৌরাষ্ট্রের হয়ে জাদেজা ৬ ও ৮ জানুয়ারি যথাক্রমে সার্ভিসেস ও গুজরাতের বিরুদ্ধে খেলবেন। অন্যদিকে, রাহুল ৩ এবং ৭ জানুয়ারি কর্নাটকের হয়ে যথাক্রমে ত্রিপুরা ও রাজস্থান ম্যাচ খেলবেন।

রো-কো'র জন্য বেশি ওয়ান ডে চান ইরফান

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে বেশি ব্যস্ত রাখতে বাড়তি ওয়ান ডে আয়োজনের দাবি জানালেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তিনি মনে করেন, বিরাট ও রোহিতের জন্য বেশি ওয়ান ডে সিরিজ এবং বহু দলীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা উচিত বিসিসিআই-এর।

২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ান ডে বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে অক্টোবরে। তার আগে আগামী ২২ মাস বিরাট ও রোহিতের ফর্ম ও ফিটনেস ধরে রাখার জন্য বাড়তি ওয়ান ডে সিরিজ ও টুর্নামেন্টের জন্য সওয়াল করে ইরফান বলেছেন, কেন আমরা ওয়ান ডে সিরিজে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলছি? আমরা কেন পাঁচটি ম্যাচ খেলতে পারি না? কেন আমরা ত্রিদেশীয় বা চতুর্দলীয় টুর্নামেন্ট খেলতে পারি না? বিরাট ও রোহিতের মতো দুই সেরা তারকা এখন একটিই ফরম্যাটে খেলে। বিশ্বকাপের আগে তাদের যত বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্যস্ত রাখা যাবে ততই উপকৃত হবে জাতীয় দল। তারা দু'জনও নিজেদের সেরা জায়গায় রাখবে। এটা বলাও ভুল হবে না যে, ওয়ান ডে ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ ফিরিয়ে এনেছে বিরাট, রোহিতই।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার আরও বলেছেন, সবচেয়ে বড় কথা হল, বিরাট ও রোহিত পারফর্ম করছে। বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরে। আমরা অবশ্যই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবব। একইসঙ্গে এটাও মাথায় রাখা উচিত যে, আমরা যত বেশি ওদের মাঠে খেলতে দেখব, ততই ভারতীয় ক্রিকেট লাভবান হবে। জাতীয় দলের ড্রেসিংরুম, সতীর্থ, দর্শক, বিনোদন— সব কিছুর জন্যই ভাল হবে বিরাট ও রোহিত দেশের জার্সিতে ছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলা চালিয়ে গেলে।

ফিরলেন রাবাডা, বাদ রায়ান-স্টাবস

জোহানেসবার্গ, ২ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল গতবারের রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকা। আইদেন মার্করামই নেতৃত্ব দেবেন দলকে। চোটের কারণে গত মাসে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে খেলতে পারেননি তারকা পেসার কাগিসো রাবাডা। তিনি ফিরেছেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। তবে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়ায় বাদ পড়েছেন দুই তারকা ব্যাটার ট্রিস্টান স্টাবস এবং রায়ান রিকেলটন। প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপে খেলবেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, টনি ডি জোর্জি, ডোনোভান ফেরেরা, জর্জ লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা এবং জোসন স্মিথ। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। তবু মাত্র দুই স্পিনার দলে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে টনি, স্মিথের নির্বাচন নিয়েও।

বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণে আহত হয়ে খেলা ছাড়ছেন খোয়াজা

সিডনি, ২ জানুয়ারি : রবিবার থেকে সিডনিতে শুরু হচ্ছে অ্যাসেজের শেষ টেস্ট। তার আগেই বড় চমক দিলেন উসমান খোয়াজা। নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনার জানিয়ে দিলেন, সিডনিতে খেলেই তিনি ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছেন। শুক্রবার অবসর ঘোষণার মুহূর্তে ক্রিকেট জীবনে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হওয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন ৩৯ বছরের পাক বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় তারকা।

২০১১ সালে সিডনিতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল খোয়াজার। সেই মাঠকেই তিনি বেছে নিলেন বিদায়ের মঞ্চ হিসাবে। স্ত্রী র‍্যাচেল এবং দুই সন্তানকে পাশে নিয়ে অবসর ঘোষণার সময় আবেগের শিকার হন খোয়াজা। তিনি বলেন, অবসরের ভাবনা কিছুদিন ধরেই মাথায় ছিল। অ্যাসেজ শুরু সময়ও মনে হয়েছিল, এটাই সম্ভবত আমার বিদায়ী সিরিজ হতে চলেছে। দ্বিতীয় টেস্টে সুযোগ না পাওয়া আমার কাছে একটা জোরালো ইঙ্গিত ছিল। তখনই মনে হয়েছিল, আর নয়। এবার থামার সময় হয়েছে।

আগামী বছর পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া। খোয়াজার বক্তব্য, ভারত সফর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। মনে হয়েছিল, ওই সফরটা আমার

অবসর ঘোষণার পর স্ত্রী ও দুই সন্তানের সঙ্গে খোয়াজা। শুক্রবার সিডনিতে।

জন্য বড় সুযোগ হতে পারে। কোচের সঙ্গেও কয়েক দিন আগে ভারত সফর নিয়ে কথা বলি। কিন্তু একটা সময় প্রত্যেকের জীবনে আসে, যখন থামতে হয়। সিডনি আমার প্রিয় মাঠ। সেখানেই কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলব, এটা ভেবে ভাল লাগছে।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার হওয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার। তিনি বলেন, আমি পাকিস্তান থেকে আসা ভিন্ন ধর্মের একজন মানুষ। যাকে শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছিল, কখনও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে পারবে না। অথচ আজ আমাকে দেখলে বুঝতে পারবেন, চেষ্টা করলে সবাই এই জায়গায় পৌঁছতে পারে। আমার ধর্ম নিয়ে আমি গর্বিত।

খোয়াজার সংযোজন, সংবাদমাধ্যম এবং প্রাক্তনদের একাংশ যেভাবে আমাকে আক্রমণ করছিল, সেটা হয়তো আরও ক'টা দিন সহ্য করতেই পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বলা হয়েছে, আমি দলের প্রতি দায়বদ্ধ নই। শুধু নিজের কথা ভেবে খেলি। প্র্যাকটিসে ফাঁকি দিয়ে গলফ খেলি। আমি অলস, স্বার্থপর। এগুলো বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের মতোই। আমার আগে অস্ট্রেলিয়ার আর কোনও ক্রিকেটারকে এভাবে আক্রমণ করা হয়নি।

ম্যাকালামের পাশে স্টোকস

সিডনি, ২ জানুয়ারি : সিডনি টেস্টের জন্য ১২ জনের দল ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। রবিবার শুরু হচ্ছে অ্যাসেজের শেষ টেস্ট। শুক্রবার ঘোষণা করা দলে ঢুকেছেন অফস্পিনার শোয়েব বশির এবং পেসার ম্যাথু পটস। চোটে ছিটকে যাওয়া গাস অ্যাটকিনসনের বদলে সিডনিতে পটসের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। ১-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বেন স্টোকসদের কাছে সিডনি সম্মানরক্ষার লড়াই। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের কাছেও এই টেস্ট দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। যা পরিস্থিতি, তাতে সিডনি হার মানেই ম্যাকালামের চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। যদিও কোচের পাশেই দাঁড়িয়েছেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অধিনায়ক শুক্রবার সাফ জানিয়েছেন, আমি ও ব্রেন্ডনই ইংল্যান্ডের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক জুটি। এই বিষয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। সত্যি কথা বলতে কী, কোচ হিসাবে ব্রেন্ডনের কোনও বিকল্প আমি কল্পনাও করতে পারি না। ও-ই সবথেকে যোগ্য ব্যক্তি।

ভাল থাকুন বছরভর

প্রত্যেক নতুন বছরে ভাল থাকার পাসওয়ার্ড একটাই— নিজেকে ভালবাসা এবং ভাল রাখা। তবেই না প্রিয়জনকেও ভাল রাখতে পারবেন! সুস্থতা মানে শুধুই সুস্থ মন বা শরীর নয় এমন অনেক কিছু যা জুড়লে এবং এমন অনেক কিছু যা বাদ দিলে বছরভর আপনি থাকবেন ফিট অ্যান্ড ফাইন। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ভোরেই হোক দিনের শুরু

২০২৬— ভোরে ওঠাই হোক প্রথম রেজোলিউশন। যতই রাত করে বাড়ি ফিরুন না কেন ভোরেই হোক দিনের শুরু। যদিও এর জন্য জরুরি রাতে ঠিক সময় পর্যাপ্ত ঘুম। কিন্তু যদি না পারেন একান্তই চেষ্টা করুন সময়মতো খাওয়ার এবং শোওয়ার তবে ওঠা হবে নিয়মমাফিক। ভোরে ওঠা আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নত হবে, শরীরে এনার্জির পরিমাণ বাড়বে। সবচেয়ে বড় কাজের সময় বেড়ে যাবে একলাফে অনেকটা। টাইম ম্যানেজমেন্টে আপনি হয়ে উঠবেন পাক্কা। নিজের জন্য নিরিবিলি স্পেসও পাবেন অনেকখানি।

হাইড্রেটেড থাকুন

প্রতিদিন সকালটা এক গ্লাস কুসুম গরম জল দিয়ে শুরু করুন। জল কম খাওয়ার বদ অভ্যেস দূর হোক এখন থেকেই। কারণ পর্যাপ্ত জলের অভাবে শরীরে বাসা বাঁধে নানা অসুখ। প্রতি কাজের শেষে বা অফিসে মিটিং শেষে একগ্লাস করে জল খান। জলের অভাব পূরণ করতে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর পানীয়ও খেতে পারেন। যেমন পাতলা ডালের জল, ফলের রস, সবজির রস। এতে শরীর থাকবে হাইড্রেটেড। জল খেতে ভুলে যাচ্ছেন! তাহলে হাতের কাছেই একটা জলের বোতল রাখুন সবসময়। বা এমন কিছু খান যাতে জলীয় ভাগ বেশি। যেমন আপেলে রয়েছে ৮৫% জল। শসায় জলের পরিমাণ হল ৯৬ শতাংশ। এরা শরীরে জলের ঘাটতি মেটাবে।

কম বসুন বেশি নড়াচড়া করুন

সারাদিন শুধু রাঁধা-বাড়া, জলখাবার, দুপুরের রান্না রাতের রান্না করলেই ভেবে নেবেন না খুব পরিশ্রম হচ্ছে। পরিশ্রম হয় হাঁটাচলায়। তাই কম বসা অভ্যেস করুন, বেশি নড়াচড়া করুন। এক কাপ চা নিয়ে একটু ঘুরে আসুন এ-ঘর ও-ঘর। একেবারেই বাড়ির বাইরে পা রাখেন না! তাহলে দুপুরের খাবার পরে ১৫ মিনিট হাঁটা অথবা যদি বসা কাজ হয় প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিট করে উঠে একটু করে হাঁটার সংকল্প করুন।

চা বা কফি বেশি নয়

সকালে উঠেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুধ চিনি দিয়ে ঘন করে চা কফি খাওয়া যদি অভ্যেস হয় তাহলে নতুন বছরে কমিয়ে ফেলুন। চায়ে যে ক্যাটেচিন, এপিন্যালো গ্যালেট ইত্যাদি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ করে সেটা গ্রিন টি এবং চিনি ছাড়া কালো চায়েই শুধু থাকে। চায়ের ট্যানিন আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে কফির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ফাইটো কেমিক্যালস, জেনেথিন, থিওব্রোমিনের মতো যৌগ যা একদিকে নানা রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি দেয় ঠিকই বেশি খেলে কফির অতিরিক্ত ক্যাফেইন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটি বাড়ায়।

ব্যালান্সড ডায়েট করুন

মহিলাদের জন্য ব্যালান্সড ডায়েট অর্থাৎ সুষম আহার খুব জরুরি। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল এবং জল— এই ছ'টি পুষ্টি রাখুন রোজকার খাদ্যতালিকায়। এগুলো শরীরে বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। পরিবারের সদস্যদের ভালটা খাইয়ে নিজে না খেয়ে বা কম খেয়ে থাকবেন না কারণ আপনি যদি ভাল না থাকেন ভাল রাখবেন কীভাবে! মাঝবয়সি থেকে চল্লিশোর্ধ্ব মেয়েদের শরীরে বাড়ে ক্যালশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন ডি, জিঙ্ক, ডায়াটরি ফাইবার, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের চাহিদা। তাই ভাত-রুটি বেশি খাবেন না পরিবর্তে মরশুমি ফল, তাজা সবজি এবং দুগ্ধজাত খাবার খান। ৫০-৬০ গ্রাম প্রোটিন খেতে পারেন। মাছ, মাংস, ডিমে প্রোটিন আছে, নিরামিষের মধ্যে বিভিন্ন রকম ডাল, দানাশস্য, বাদাম খাওয়া যেতে পারে। এক কাপ ঘন সিদ্ধ ডালে প্রায় ১৬ থেকে ১৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ছোলা, রাজমা, কিনোয়া ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে।

প্রথম পাতে রাখুন শাক-পাতা

নতুন বছরে রোজকার খাবারে প্রথমেই রাখুন নানাধরনের শাকপাতা। বাড়ির গৃহিণীরাই পারেন সবজির ডাটা, পাতাপুতি, ফেলে দেওয়া অংশ দিয়ে তরিবত করে সবজি বানাতে। সস্তায় যা পুষ্টিগুণে ভরপুর। সারাবছর রোজ পাতে একটা শাক এবং পাঁচমেশালি তরকারি রাখুন। যেসব শাক নিজে থেকে জন্মায় যেমন-কলমি শাক, গিমে শাক, বেতো শাক, থানকুনি, হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া— এগুলো মেনুতে থাক। এছাড়া লাউশাক, মুলোশাক, সজনেশাক, পালংশাক, নটেশাক, পটলপাতা, গাঁদালপাতা এগুলো আপনাকে স্বাস্থ্যকর রাখতে একাই একশো।

(এরপর ১৮ পাতায়)

১৮
৩ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

3 January, 2026 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

ভাল থাকুন বছরভর

(১৭ পাতার পর)

নুন এবং চিনি খাওয়া কমিয়ে দিন

আজ থেকে প্রতিদিন আপনার এবং পরিবারের সবার জন্য নুন খাবার পরিমাণটা ৫ গ্রাম কমিয়ে আনুন, যা প্রায় এক চা চামচের সমান। রান্না করার সময় নুন, সয়া সস, ফিশ সস এবং অন্যান্য উচ্চমাত্রার সোডিয়াম রয়েছে এমন মশলার পরিমাণ কমিয়ে ফেলুন। খাবারের টেবিল থেকে নুন বাদ দিন। অন্যদিকে, অতিরিক্ত পরিমাণে চিনিও বাদ দিন এতে দাঁতের ক্ষয় তো হবেই ওজনটাও বাড়বে সেই সঙ্গে দেখা দিতে পারে দুরারোগ্য ব্যাধিও।

ক্যালশিয়াম নিন পর্যাপ্ত

মেয়েদের শরীরে ক্যালশিয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান। বয়স কি ৪০ পেরিয়েছে? তাহলে ক্যালশিয়ামের জোগান বাড়ান। তা না হলেই ক্রনিক রোগ জাঁকিয়ে বসবে। শরীরের কলকবজা কমজোর হয়ে পড়বে, সেইসঙ্গে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও কমে যাবে, হবে হাড়ক্ষয়। রোজ ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম জরুরি। শাক-সবজি, ফল এবং দুধ থেকেই পাবেন আপনার শরীরের জন্য পর্যাপ্ত ক্যালশিয়াম।

ঋতুবন্ধেও ভাল থাকুন

বছর, আসবে যাবে জীবনের সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও থাকবে তাই যে কোনও ভাল পরিবর্তনকে স্বাগত জানান। যেমন ঋতুবন্ধ। এর ফলে মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ কমে যায়। বয়সের এক বড় ধাপ যেখানে এসে মেজাজ, মুড স্যুইং, শরীরে ব্যথাগুলো এগুলো বাড়ে। চুল উঠতে থাকে। ত্বক বুড়িয়ে যেতে শুরু করে। শরীরের বয়স যেমনই হোক মনে বয়স বাড়তে দেবেন না। কারণ পরিবারের দায়-দায়িত্ব আপনারই। ক্যালশিয়ামযুক্ত খাবার তো বাড়াবেনই সেই সঙ্গে ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেশিয়ামও ডায়েটে রাখুন। সূর্যের আলো বেশি করে গায়ে লাগান। ঋতুবন্ধের পরে পেশিতে টান ধরা, ক্লান্তি, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেশি হয় মহিলাদের। তাই পেশি ও স্নায়ুর জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি ম্যাগনেশিয়াম। ম্যাগনেশিয়ামযুক্ত খাবার খান।

ডিজিটাল ডিটক্স করুন

যতই ফোনটাই আপনার অফিস হোক বা আপনার কাজের জগৎটা ডিজিটালই স্মার্ট হোক না কেন এখন থেকে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় স্মার্ট ফোন,

কম্পিউটার, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যন্য, ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকা অভ্যেস করুন। স্ক্রিন টাইম কমিয়ে ফেলুন নিজের এবং বাড়ির অন্যদের। মনকে শান্ত রাখুন ওই সময়। অন্য কোনও কাজ করতে পারেন এতে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এই সময়টা গান শুনতে পারেন, বই পড়তে পারেন বা হেঁটেও আসতে পারেন।

একটানা হাঁটুন না থেমে

যখন হাঁটবেন না-থেমে একটানা হাঁটুন। বাচ্চাকে হেঁটে স্কুলে দিতে যাওয়া বা বাজার-দোকান করতে গিয়ে যে হাঁটা তাতে উপকার নেই। হাঁটতে হবে একটুও না-থেমে একটানা আধঘণ্টা বা তার বেশি। সেটা রাস্তায় হতে পারে বা পার্কে, না পারলে বাড়ির ছাদে বা বড় ড্রয়িং রুমেই। সারাদিনে একবার হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, ওজন নিয়ন্ত্রণ করবে, হাড় ও পেশি শক্তিশালী করবে, মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাবে, রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আপনি সুস্থ মানেই পরিবার সুস্থ।

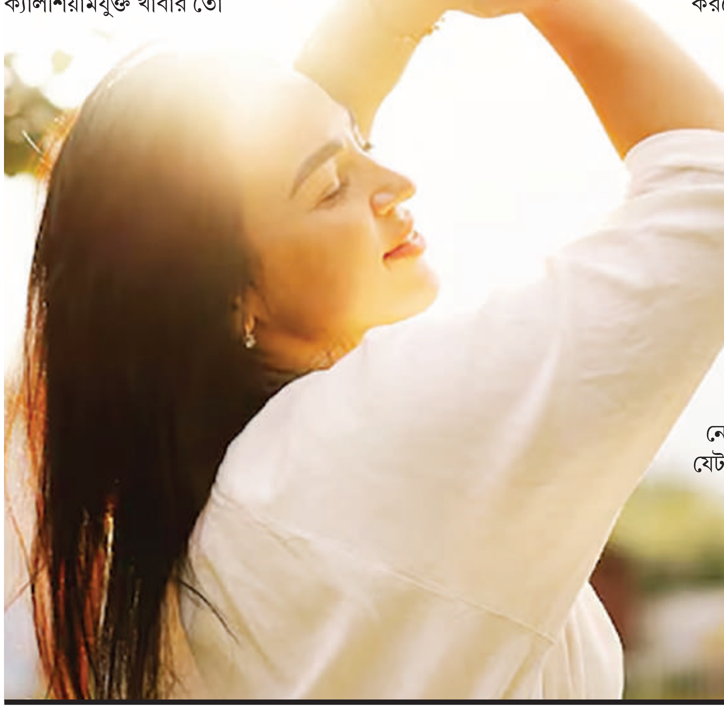

ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ দশমিনিট

বড়সড় ব্যায়ামের দরকার নেই ফ্রি-হ্যান্ডই যথেষ্ট তবে যেটাই করুন নিজের বয়স বুঝে। একদম সময় না থাকলে দশ-পনেরো মিনিট যথেষ্ট। স্কোয়াট, পুশ-আপ, সিট-আপ, লেগ রেইস, স্পট জগিং, স্ট্রেচিং, স্কিপিং— এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা অথচ কার্যকর। নিয়মিত করলে শরীর-মন দুই-ই ঝরঝরে এবং পজিটিভ থাকবে।

হাত বাড়ালেই মন ভাল

জার্নালিং করুন রোজ। রাতে শোবার আগে সারাদিনের সবটা লিখুন পজিটিভ নোটে। আর শেষে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ার পোকাটা দূরে সরিয়ে স-শরীরে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তুলুন। আত্মীয়, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন। প্রকৃতির মধ্যে সময় ব্যয় করুন দিনের মধ্যে বেশ খানিকটা সময়। বাড়িতে গাছ থাকলে পরিচর্যা করুন। আপনার মূলাধার চক্র সক্রিয় হবে। যা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে একলাফে অনেকটা। শুধু শারীরিক কসরত নয় আরও বেশি জরুরি মানসিক প্রশান্তি তাই সারাদিনে একটা নির্দিষ্ট সময় বেছে নিন ধ্যান বা মেডিটেশন করার জন্য। মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাবে, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি কাটবে। ছোটখাটো সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন।

নিজের সঙ্গে ভাল থাকুন

কারও কাছে আপনি নগণ্য আবার কারও কাছে জঘন্য। এই জগতের সকলেই জাজমেন্টাল। কেউ ঠিক বুঝবে না ধরেই নিন তাই নিজের মতো ভাল থাকতে শিখুন নতুন বছরে। নিজেকে যত বেশি ভাল রাখবেন অন্যের সুবিচার বা অবিচার আপনার গায় এসে বিঁধবে না। নিজের সঙ্গে কথা বলেও অনেক সমস্যার সমাধান বেরয়। আমরাই আমাদের বিচারক। মন কখনও ভুল বলে না তাই মনের কথাকেই গুরুত্ব দিন।

না বলতে শিখুন

নতুন বছরে আরও ভাল থাকতে হলে না বলতে শিখুন। আমরা স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' বলে দিই। 'না' বলা সহজ না হলেও 'না' বলা শেখাটা জরুরি তা সে পরিবারে হোক বা বন্ধুদের সামনে বা অফিসে। কোথায় থামতে হবে, তা জানা জরুরি। উপরোধে ঢেঁকি গিলবেন না এতে আপনারই অস্বস্তি, অ্যাংজাইটি বাড়বে। যেটা আপনি করতে সমর্থ নন সেটায় হ্যাঁ বলার কোনও মানে নেই। সরাসরি না বলতে পারলে ঘুরিয়ে না বলতেই পারেন।

নতুন সুযোগ কাজে লাগান

প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই নতুন সুযোগ আসে। নতুন বছরের ঝাঁপিতে থাকে অনেক কিছু। আপনার জীবনে আসা নতুন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। নিউ স্টার্ট আপের জন্য সময় বা বয়সের দরকার হয় না। দরকার ইচ্ছাশক্তির। তাই কিছু করে দেখানোর মানসিকতাকে সবসময় মনের মধ্যে লালন করুন।

নিজেকে খুঁজে নিন

ডাঃ শর্মিলা সরকার
(মনোচিকিৎসক)

ভাল থাকার আগে সবচেয়ে যেটা জরুরি সেটা হল নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। আত্মবিশ্বাস যদি না টলে তাহলে কেউ আমাকে খারাপ রাখতে পারবে না। এই আত্মবিশ্বাস একদিনে গড়ে উঠবে না।

খুব ছোট থেকে বাড়িতে মেয়েদের সেই আত্মবিশ্বাসটা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া, কোনও অসাফল্যে তাকে ভর্ৎসনা না করা, মেয়ে বা ছেলে এই তফাত না করা। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি। ভাল চাকরিই যে পেতে হবে এমনটা নয় কিন্তু খালি বসে না থেকে কিছু একটা করা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু পজিটিভ দিক রয়েছে, গুণ রয়েছে— সেটা খুঁজে বের করা। তাহলেই তাঁরা নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার রসদ খুঁজে পাবেন। কেউ হয়তো ভাল লেখেন, কেউ খুব ভাল রান্না করেন, কেউ পড়ান, কেউ খুব ভাল সেলাই করেন, কেউ

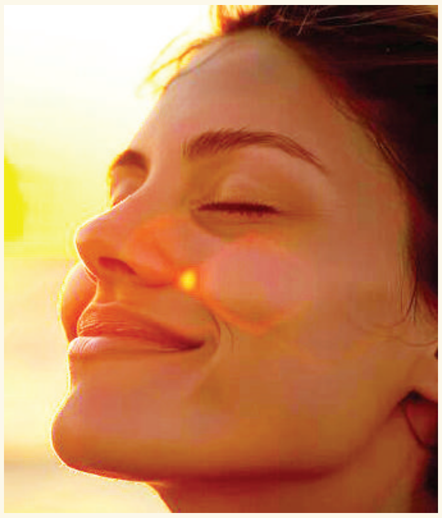

খুব ভাল কেক তৈরি করেন, কেউ ডিজাইনিং করেন— যে-যেটা পারেন সেই গুণটাকে সম্মান করুন। নিজের মধ্যে সেরাকে খুঁজে নিন। বয়স চলে গেছে বলে কোনও কথা হয় না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, তাদের আলাদা জগৎ তাই এখন আমি বেকার এই ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বয়সের যে কোনও প্রান্তে এসেই একজন নতুন করে ভাবুন। ২০২৬-এ বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া পুরনো শখ ফিরিয়ে আনুন। কম পুঁজির ব্যবসা শুরু করুন। আর শুধু নিজেকে এগনো নয় আশপাশে আরও যে-সব মহিলা রয়েছেন তাঁদেরও এগতে সাহায্য করুন। এক্ষেত্রে পজিটিভ মাইন্ড সেট জরুরি। অন্যের সমালোচনা না করে নিজের গুণের বিকাশ ঘটান। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছপা হবেন না। নতুন বছরে মন ভাল রাখতে নিজের জন্য সময় দিন। পরিবারের সঙ্গে আপনি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ। পুরনোকে ভেবে নতুনকে আবার নতুন করে গড়ে নিন। নিজেকেই নিজে অ্যাপ্রিশিয়েট করুন। অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন না। একটা পছন্দের সার্কল তৈরি করুন। বাইরে বেরন সেলিব্রেট করুন, ছোট ছোট আনন্দকে উপভোগ করুন। বড় কিছু নিয়ে ভেবে মনখারাপ করবেন না। আর নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখুন এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

নতুন বছরে সন্তানকে দিন নতুন পথের দিশা

শুরু হল আরেকটি নতুন বছর। আর তার সঙ্গে শুরু হল অভিভাবকদেরও আরও একটি বছরের পথচলা। এই পথচলায় শিশুর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে চাই পজিটিভ পেরেন্টিং। বছরভর কীভাবে সন্তানের মধ্যে গড়ে তুলবেন ইতিবাচক মনোভাব, পরামর্শ দিলেন পেরেন্টিং কনসালটেন্ট **পায়েল ঘোষ**

আপনার সন্তানকে সহজ এবং সুন্দরভাবে বড় করে তোলার জন্য লাগে মূলত তিনটি উপাদান।

- বাড়ির ইতিবাচক পরিবেশ
- নিয়মানুবর্তিতা
- দায়িত্বশীলতার পাঠ

এই তিনটি বিষয়ে বাচ্চাকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন পজিটিভ পেরেন্টিং।

অভিভাবক হিসেবে সন্তানের জন্য কীভাবে পজিটিভ করে তুলবেন বাড়ির পরিবেশ। আজ রইল সেই পরামর্শ।

- বাড়িতে সবসময় ইতিবাচক পরিবেশ থাকা খুব জরুরি। বাচ্চা যদি সবসময় অভিভাবকদের নেগেটিভ বা হতাশাব্যঞ্জক কথা বলতে শোনে তাহলে তার মনের মধ্যেও পজিটিভ ইমোশন বা আবেগগুলো চাপা পড়ে যায়। অনেকসময় বিভিন্ন রকম দাম্পত্যকলহে বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন আবেগপ্রবণ সংলাপের সূচনা করেন অভিভাবকেরা। তার পরিবর্তে সহজ রাখুন বাড়ির পরিবেশ। প্রাপ্তবয়স্কজনিত তিক্ত সংলাপ এড়িয়ে চলুন বাচ্চাদের কাছ থেকে। একটু চেষ্টা করলেই সেটা সম্ভব। ওদের মন থাকুক নির্ভার।
- বাচ্চা ভয় পাবে, এই ভেবে মা-বাবারা অনেক কিছু মিথ্যে বলে থাকেন। কিন্তু যখন বাচ্চা সে-সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন সে বুঝতে পারে তাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। তখন থেকে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই মা-বাবার প্রতি সে অবিশ্বাস করা শুরু করে।
- বাচ্চাকে দিনের কিছুটা সময় প্রকৃতির সান্নিধ্যে রাখুন। কখনও ওকে নিয়ে একটু নেচার ওয়াকে গেলেন, কখনও-বা মাঠে বসে গল্প করলেন। এতে বাচ্চার মানসিক চাপ অনেক কমে যায়।
- যেকোনও প্রতিযোগিতায় বাচ্চাকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিন। কিন্তু কখনই পুরস্কার-সংক্রান্ত ব্যাপারে চাপ দেবেন না। এতে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার ইচ্ছে বা আনন্দ দুটোই চলে যাবে।
- বাচ্চাকে ছবিআঁকা, গানবাজনা এসব শিখতে উৎসাহ দিন। তাহলে দেখবেন ওর মনের সতেজতা অনেক বাড়বে। অনেক বেশি ইতিবাচক বা পজিটিভ হবে ওর জীবন।
- গুণগত সময় খুব দামি বাচ্চাদের জন্য।। অভিভাবকদের প্রতিদিনের কর্মব্যগস্ততার মাঝে একটি নির্দিষ্ট সময় রাখতেই হবে, যেখানে নিশ্চিন্তমনে আপনারা সন্তানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামনে গল্প করতে বা শুনতে পারেন। এটা দু-পক্ষের জন্যই খুব জরুরি।
- বাড়ির পরিবেশে সংযমের অভ্যাস থাকা খুব জরুরি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কেনা, তা নিজেদের জন্য ই হোক বা বাচ্চার জন্য, বাচ্চার সামনে লাগামছাড়াভাবে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ বা তর্কাতর্কি, রাগের ভয়ঙ্কর প্রকাশ... এসব কিছুই সুস্থ অভিভাবকত্বের প্রতিবন্ধক। নতুন বছর থেকে এসবের মেরামতি শুরু হোক।

নিয়মানুবর্তিতা কীভাবে শেখাবেন

বাচ্চাকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বড় করার প্রধান উপায় ওকে একটা ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিক জীবন দেওয়া। তা না হলে ওর মানসিক ও শারীরিক অবনতি হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়। বাচ্চা পড়াশোনায় বা খেলাধুলোয় সাফল্য পাওয়ার জন্যও দরকার নিয়মঘেরা জীবনযাত্রা। কিন্তু সেই নিয়মকানুনও তৈরি করতে হবে অনেক ভেবে চিন্তে। তা না হলে বাচ্চার পক্ষে নিজস্বতা বিকাশ করার পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মা-বাবাই রোল মডেল

বাড়িতে একটা স্ট্রাকচারড বা নিয়মমাফিক জীবনযাত্রা মেনে চলা খুবই প্রয়োজন। আমরা সবাই এ ব্যাপারটা জানি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেকসময়ই তা মেনে চলি না। কিন্তু চেষ্টা করি বাচ্চাদের ওপর সেগুলো আরোপ করতে। ফলত ওদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, মা-বাবা যদি রুটিন না ফলো করে তাহলে আমরা করব কেন? এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিই। একটি পরিবারে তিনজন সদস্য। মা-বাবা ও তাদের পাঁচ বছর বয়সি একটি মেয়ে। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করার সময় রোজই সমস্যা। টেবিলে খাবার সার্ভ করা হলেও বাচ্চাটির বাবা খাবারের প্লেট নিয়ে সোজা টিভি-র সামনে চলে যান। কিছুদিন বাদে থেকে দেখা গেল বাচ্চাটিও একই নিয়ম ফলো করছে। আরও কিছুদিন বাদে বাচ্চা টিভি না চালালে খাবার মুখেই দিচ্ছে না। তখন বাচ্চাটির বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বাচ্চার সামনে আর নিজে খেতে খেতে টিভি দেখবেন না। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল বাচ্চাটির মধ্যে খেতে খেতে টিভি দেখার অভ্যেসটাই চলে গেছে। বাড়ির ডিসিপ্লিন সব সদস্য মেনে চলুন। আপনি হলেন আপনার বাচ্চার রোল মডেল। তাই আপনি যদি নিয়মমাফিক চলেন আপনার বাচ্চার মধ্যে সেই হ্যাবিট তৈরি হতে বাধ্য।

রেসপেক্টফুল ব্যবহার করুন

বাচ্চাদের সঙ্গে রেসপেক্টফুল ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত বকুনি বা মারধর করে সেসব শেখানো যায় না। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন বাচ্চার সাথে রেসপেক্টফুলভাবে কথা বলতে। যদি আমরা ওদের সঙ্গে খুব ঔদ্ধত্য নিয়ে কথা বলি তাহলে সেভাবেই বাচ্চারা কথা বলাটা রপ্ত করে নেবে। অনেকসময় একটু বড় হয়ে গেলে বাচ্চারা আপনার কথার অবাধ্যও হতে পারে।

ডিসিপ্লিন শেখান

বাচ্চাকে ডিসিপ্লিন শেখান ন্যাচারাল ও লজিকাল কনসিকুয়েন্সের মাধ্যমে। একটি উদাহরণ দিই ব্যাপারটা সমন্ধে। একটি বাচ্চা প্রায়ই তার পেন্সিল বক্সটি স্কুলে ফেলে আসত। ফলে প্রায় প্রতিদিন স্কুল যাবার আগে তার মাকে দৌড়তে হত নতুন পেন্সিলবক্সের জোগাড় করতে। এই নিয়ে তার মা-বাবাও খুব বকুনি দিত, কিন্তু কোনওভাবেই কিছু লাভ হল না। একদিন ওরা পেন্সিল বক্স ছাড়াই ওকে স্কুলে পাঠালেন। বাচ্চাটি সেদিন প্রথম সমস্যার মুখোমুখি হল। প্রথমদিন তাও বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ হল। কিন্তু প্রায়ই যখন ও পেন-পেন্সিল চাইতে লাগল কোনও বন্ধুই আর বিশেষ রাজি হল না। একদিন এমন দাঁড়াল ও ক্লাস ওয়ার্ক পর্যন্ত করতে পারল না! (এরপর ২০ পাতায়)

২০
৩ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 January, 2026 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

নতুন বছরে সন্তানকে দিন নতুন পথের দিশা

(১৯ পাতার পর)
সেদিন ও নিজে অনুভব করল নিজের জিনিস বাড়ি থেকে গুছিয়ে আনা ও নিয়ে যাওয়ার কতটা প্রয়োজন। তারপর থেকে বাচ্চাটির পেন্সিল বক্স নিয়ে আর কোনও সমস্যা হয়নি।

ভাল কাজের প্রশংসা করুন

বাচ্চা যদি একটা গোটা দিন নিয়মমাফিক নিজের কাজ সারে ওর প্রশংসা করুন। কোনও ছোট্ট উপহার (আপনার নিজের হাতে বানানো কার্ডও হতে পারে) দিতে পারেন। দেখবেন ওর মধ্যে একটি সুন্দর ইতিবাচক পরিবর্তন চলে এসেছে।

আত্মবিশ্বাসের পাঠ

ইতিবাচক অভিভাবকত্বের একটি অন্যতম জরুরি উপাদান হল সন্তানকে আত্মবিশ্বাসের পাঠ দেওয়া।

আত্মবিশ্বাস বা সেল্ফ রিলায়েন্স আসলে কী? একজন মানুষ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে তাকে আত্মবিশ্বাসী বা সেল্ফ রিলায়েন্ট বলা হয়। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে চালিত করতে পারে তা যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন।

অতিরিক্ত প্রোটেক্টিভ হবে না

খুব ছোট বয়স থেকেই মা-বাবাদের উচিত বাচ্চাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। কিন্তু তার জন্য বাচ্চাদের প্রোটেকটিভ পেরেন্টিংয়ের মধ্যে রাখলে হবে না। আস্তে আস্তে তাদের চিন্তা-ভাবনাকে বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে তারা মা-বার ওপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

নিজের কাজ করতে দিন

বাচ্চার তিনবছর বয়স হলেই ওকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রকম রোজকার কাজ করতে শেখান। শুরু করুন চুল আঁচড়ানো দিয়ে। ওর পছন্দমতো রঙের চিরুনি কিনে আনুন। ওকে খুব ভাল করে নিজে দেখিয়ে দিন কীভাবে কাজটা করতে হবে। তারপর ওকে উৎসাহ দিন নিজে কাজটা করার জন্য। প্রথমদিন নিশ্চয় আপনার মতন সুন্দর করে কাজ করতে পারবে না। কিন্তু তার জন্য কখনই ধৈর্য হারাবেন না বা বকাবকি করবেন না। তা হলে ওর নিজের কাজ করার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। কিছুদিন ওকে সময় দিন কাজটা শেখার জন্য। একদিন দেখবেন ও নিজেই সুনিপুণভাবে কাজটা শিখে ফেলেছে। ওকে সেদিন যেন পুরস্কৃত করতে ভুলবেন না। এভাবেই ক্রমান্বয়ে ওকে নিজে নিজে দাঁতমাজা, হাত-মুখ ধোয়া, টয়লেট করতে যাওয়া, খাওয়া, জুতোর ফিতে বাঁধা— ইত্যাদি শেখাবেন। দেখবেন, এক-দু'বছরের মধ্যেই ও যথেষ্ট আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

সন্তানকে ভরসা করুন

আপনার সন্তানকে ভরসা করুন। এর জন্য অভিভাবকদেরও ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন। ভুলভ্রান্তি হলেও কাজের উদ্যোগকে সমর্থন করুন। এতে ওর মধ্যে সহজেই আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। ধীরে ধীরে নিপুণভাব কাজ করার অভ্যাস তৈরি হবে ওদের মধ্যেম।

উৎসাহ দিন কাজে

বাচ্চাকে বিভিন্ন রকম গ্রুপ অ্যাকটিভিটি করতে উৎসাহ দিন। এতে ওর যে শুধু একাকিত্ব ঘুচবে তা নয়। বরং ওর মধ্যে সংগঠনমূলক কাজ করার প্রবণতা বাড়বে। নিজস্ব চিন্তাশক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও বাড়বে।

খুব বেশি চয়েস দেবেন না

বাচ্চাকে লিমিটেড চয়েসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রূপম তার বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে যাবে। পাঁচ বছরের রূপম তার জন্যর খুবই আহ্লাদিত। রূপমের মা ওকে তিনটে অপশন দিলেন— বই, খেলনা, আঁকার জিনিস। তিনি রূপমকে বললেন এর মধ্যে যে কোনও একটি উপহার বন্ধুর জন্য সে নিয়ে যেতে পারে। রূপম খুব খুশি বন্ধুর জন্য নিজে গিফ্ট পছন্দ করবে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণা তৈরি হল জন্মদিনে কী ধরনের উপহার দেওয়া হয়। আপনার বাচ্চাকে বিভিন্ন রকম জায়গায় এই লিমিটেড চয়েসের অপশন দিয়ে দেখুন। ওর মনোবল অনেক বাড়বে।

দায়িত্ববোধ তৈরি করুন

বাচ্চাকে ছোটখাটো ঘরোয়া কাজের দায়িত্ব দিন। এতে ওর নিজেকে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে হবে। তার ফলে ওর মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হবে।

অন্য শিশুর সঙ্গে তুলনা করবেন না

বাচ্চাকে অন্যদের সাথে তুলনা করতে যাবেন না। এটা পেরেন্টিংয়ের সবচেয়ে বড় ভুল পদক্ষেপ। এতে বাচ্চা শুধু যে কষ্ট বা আঘাত পায় তা নয় বরং নিজের কর্মক্ষমতা সমন্ধে নিজেই দ্বিধায় থাকে। এছাড়া ওকে সবার সামনে বকাবকি করলে বা 'বোকা', 'গাধা'— এসব আখ্যা দিলে ওর পক্ষে আত্মবিশ্বাসী হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

নিজের ইমেজ ঠিক রাখুন

বাচ্চারা মা বাবার প্রতিটা আচরণ অনুকরণ করে। তাই নিজের ইমেজকে সবসময় পজিটিভ রাখুন। কোনওভাবেই বাচ্চার সামনে নিজেরা ভেঙে পড়বেন না। এটা বাচ্চার মনে চরম দুর্বলতা তৈরি করে। বরং বাচ্চারা আপনাকে শান্ত, সংযমী সহিষ্ণু দেখে বড় হোক। দেখবেন ওর মধ্যে এমনিতেই আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

লক্ষ্য রাখুন

বাচ্চার বন্ধুবান্ধবদের মনিটর করুন। অনেক সময় দেখা যায় বাড়ির আবহাওয়া পজিটিভ থাকলেও স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের প্রভাবে আপনার বাচ্চা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। ওর সঙ্গে কথা বলুন। গল্পচ্ছলে জানতে চান স্কুলের বন্ধুদের গল্প। ও কোনও সমস্যায় পড়লে সেটা মোকাবিলার পরামর্শও দিন। দেখবেন, ধীরে ধীরে ও শিখবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। এ প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে প্রিটেন্ড গেম ও খেলতে পারেন।

অনাবিল আনন্দর সময় থাক

অনেক অভিভাবক মনে করেন বাচ্চাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকটিভিটি ক্লাসে ভর্তি করলেই দায়িত্ব সারা হয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সপ্তাহে প্রায় সাত দিনই বাচ্চার আঁকাঝোঁকা, নাচ, গান, সাঁতার কবিতা শেখা এসব রুটিন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচ্চারা সব অ্যাকিটিভিটি নিজের ইচ্ছায় করে না, চাপিয়ে দেওয়া হয়। এতে বাচ্চার জীবন বড্ড যান্ত্রিক হয়ে যায়। বর্তমানে কিছু সমীক্ষা থেকে জানা গেছে বাচ্চাদের প্রতিদিনই কিছুটা সময় ফ্রি আনস্ট্রাকচারড সময় দেওয়া দরকার। সেটা তাদের মনে শুধু যে অনাবিল আনন্দ দেবে তা নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাচ্চারা নিজেরা মাথা খাটিয়ে অনেক নতুন ধরনের খেলা তৈরি করছে। নিজেদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্নরকম জিনিস বানাচ্ছে। এভাবেই মনের গভীর স্তরে ওরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

নিয়মিত ব্যায়াম করান

বাচ্চার শারীরিক গঠনের ওপর জোর দিন। ওকে নিয়মিত এক্সারসাইজ করান। শরীর সুস্থ থাকলে ওর মনের জোর ও বাড়বে। সবার সাথে খেলাধুলো করার ইচ্ছাও তৈরি হবে।

নতুন বছরে এই কয়েকটি ছোট ছোট পরিবর্তন করে ফেলুন আপনাদের অভিভাবকত্বের পদ্ধতিতে। আপনার সন্তানের মন থাকবে শান্ত এবং আনন্দময়। আপনারাও আনন্দের সাথে আপনাদের অভিভাবকত্বকে এগিয়ে নিয়ে যান। ভাল থাকুন সকলে।